তামাক নিয়ন্ত্রণ হ্যান্ডবুক

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

hunger free world

তামাক নিয়ন্ত্রণ হ্যান্ডবুক

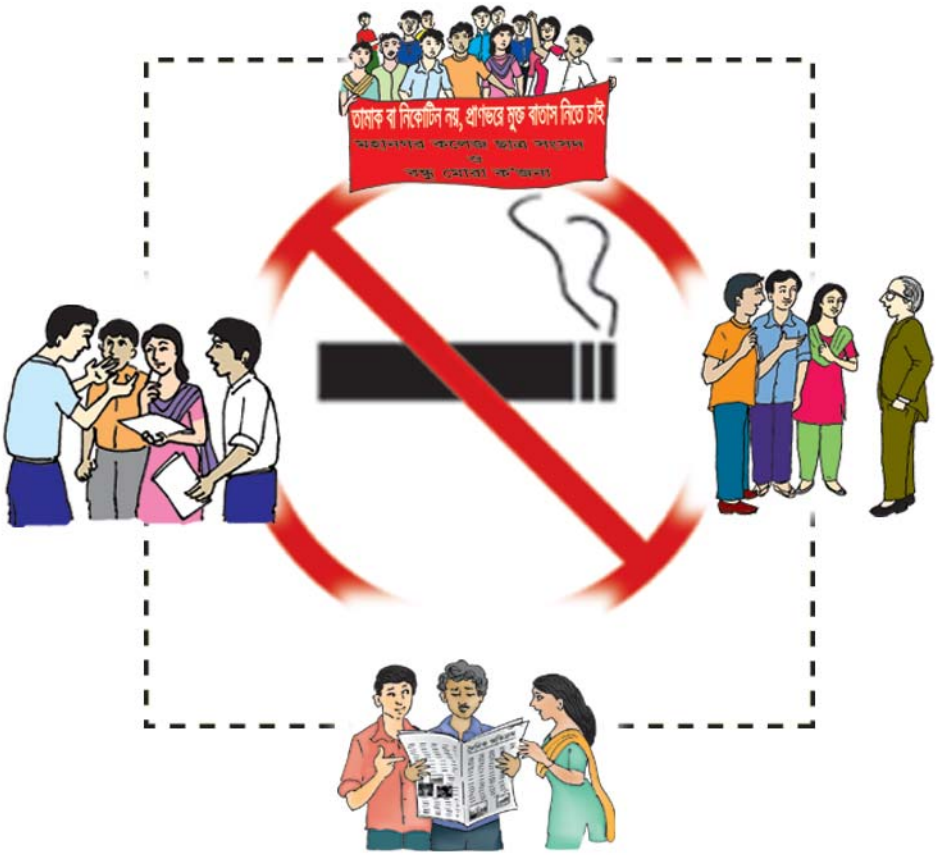

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

hunger free world

Composed by
Muhammad Emdadul Haque Bhuiyan
Mahmudur Rahman Tuhin

Edited by
Ms Ishrat Chowdhury
Dr M. Mostafa Zaman

Cover & Design
Md. Zahidur Rahman Khan

World Health Organization, Country Office for Bangladesh
Tamak Niontron Handbook
(Tobacco Control Handbook)

© World Health Organization 2009
All rights reserved.

Requests for publications, or for permission to reproduce or translate WHO publications — whether for sale or for noncommercial distribution — can be obtained from World Health Organization, Country Office for Bangladesh, House No. 12, Road No. 7, Dhanmondi Residential Area, Dhaka 1205, fax: +880 2 8613247; e-mail: registryban@searo.who.int.

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use. This publication does not necessarily represent the decisions or policies of the World Health Organization.

Printed in Bangladesh, December 2009

সূচীপত্র

		বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম খন্ড	অধ্যায় ১	তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব	১
		স্বাস্থ্য ক্ষতি	২
		সামাজিক ক্ষতি	৩
		অর্থনৈতিক ক্ষতি	৫
		পরিবেশের ক্ষতি	৬
		তামাক চাষ -এর ক্ষতিকর দিক এবং বিকল্প ফসল চাষ	৮
		কোম্পানির প্রভাব বলয় সৃষ্টি ও আগ্রাসী কার্যক্রম	১২
	অধ্যায় ২	তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি	১৫
		বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন	১৭
		তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ	১৯
		তামাকজাত পণ্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গ	২১
	অধ্যায় ৩	তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা	২৫
দ্বিতীয় খন্ড	অধ্যায় ৪	তামাক বিরোধী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ	৩৪
পরিশিষ্ট-১		তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫	৫৭
পরিশিষ্ট-২		বিধিমালা প্রজ্ঞাপন	৬২
পরিশিষ্ট-৩		টাস্কফোর্স কমিটি সমূহ ও টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	৬৫
পরিশিষ্ট-৪		স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং ভিত্তিক পদক্ষেপ	৬৯
পরিশিষ্ট-৫		তথ্যসূত্র	৭২

মুখবন্ধ

তামাক প্রসঙ্গ এলেই আমাদের দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের কথা মনে পড়ে। পানের সাথে জর্দ্দা, সাদা পাতা খাওয়া সমাজে এতটা প্রচলিত ছিল যে এর দ্বারা সংঘটিত স্বাস্থ্য সমস্যার কথা মাথায় আসত না। যদিও পানের কিছু ভেষজ গুণ রয়েছে তবুও পানের সাথে জর্দ্দা ও সাদাপাতা খাওয়ার যে চল তা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একসময় এদেশের গ্রাম-গঞ্জে হুক্কার খুব প্রচলন ছিল। কালক্রমে হুক্কার পরিবর্তে মানুষের হাতে চলে আসে বিড়ি-সিগারেট। আমাদের সাহিত্য-গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, নাটক, সিনেমা সর্বত্র তামাক যে আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ-তা ফুটে উঠত। কিন্তু অবস্থা এখন পাল্টাচ্ছে।

আজ বিশ্বের জন্য তামাকজনিত মহামারি মোকাবেলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশে জনমৃত্যুর প্রধান একটি কারণ হলো তামাক ও তামাকজাত পণ্য সেবন। বিশ্বে প্রতিদিন তামাকের কারণে ১৩০০০ জনের মৃত্যু হয়। অথচ এই মৃত্যু বা তামাকজনিত রোগ ঠেকানো সম্ভব।

ছোট্ট একটি দরিদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি কার্যকর আইনের খুব দরকার ছিল। ২০০৩ সালে গৃহীত তামাক ও তামাকজাত সামগ্রীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋৎধসবড়িৎশ ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঞড়নধপপড় ঈড়হঃৎড়ষ (ঋঈঞঈ) আন্তর্জাতিক চুক্তি এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। তামাক বিরোধী সংগঠনসমূহের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফসল হলো ঋঈঞঈ-তে বাংলাদেশের স্বাক্ষর ও রেটিফিকেশন। বাংলাদেশ সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আন্তরিক এবং ইতিমধ্যে অনেক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় সরকার 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণয়ন করে। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতায় যদিও এ আইনের প্রায়োগিক কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে তবু এ আইনের ফলে দীর্ঘদিনের মজ্জাগত একটি অভ্যাস সম্বন্ধে জনগণ সজাগ হতে ও একে ভিন্নভাবে দেখতে শুরু করেছে। পূর্বে যেমন পাবলিক বাসে, কোন অনুষ্ঠানে-সেটা ঘরোয়া হোক বা বাহিরের হোক, বদ্ধ হোক বা উন্মুক্ত হোক- ধূমপান ছিল অনুষ্ঠানের একটা অনুষঙ্গ। কিন্তু ২০০৫ সালের আইন পরবর্তী চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। বর্তমানে পাবলিক পরিবহনে কেউ ধূমপান করলে সে বাধার সম্মুখীন হয় এবং কোন অনুষ্ঠানে ধূমপান করাটা অনভিপ্রেত।

তামাক বিরোধী ব্যক্তি, সংগঠন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও সরকারের নানাবিধ কার্যক্রম সত্ত্বেও কমিউনিটি পর্যায়ে জনসচেতনতা বিস্তৃত ও কার্যকর করা প্রয়োজন। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় এই তামাক-বিরোধী হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করেছে। এ হ্যান্ডবুকের দ্বারা এর পাঠকগণ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক, কিভাবে ধূমপান ত্যাগ করা যায়, কিভাবে তামাক বিরোধী কোন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যায় ইত্যাদি বিষয় অবগত হতে পারবে। এ হ্যান্ডবুকের সম্ভাব্য ব্যবহারকারীরা হলেন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, উন্নয়নকর্মী, সাংবাদিক, বিভিন্ন সেক্টরের সংগঠক যেমন পরিবহন মালিক-শ্রমিক সমিতি, দোকান-মার্কেট মালিক সমিতির সদস্য প্রমুখ।

দুই খন্ডে বিভক্ত এ হ্যান্ডবুকের ১ম খন্ডে রয়েছে তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব-স্বাস্থ্য, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত ক্ষতি সম্বন্ধে আলোচনা, তামাক কোম্পানির আগ্রাসী কার্যক্রম, তামাক চাষ, তামাকের উপর কর বৃদ্ধি ও এর প্রভাব, তামাক নিয়ন্ত্রণে নাগরিক সমাজের ভূমিকা, তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়। যেমন ১ম খন্ডে তামাক বিষয়ক তথ্যমূলক আলোচনা করা হয়েছে ২য় খন্ডে তেমন তামাক বিরোধী প্রায়োগিক কার্যক্রম বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ২য় খন্ডে রয়েছে কমিউনিটি অথবা নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীকে তামাক বিরোধী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ প্রসঙ্গ। এছাড়া পরিশিষ্টে 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫', এই সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন অধিকতর কার্যকরের লক্ষ্যে আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাবনা বিষয়টি সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কাজটি করতে বিদ্যমান তামাক সম্পর্কিত গ্রন্থ, জার্নাল, ওয়েবসাইট ইত্যাদি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি তামাক বিরোধী সংগঠক, মাঠকর্মী, সরকারি কর্মকর্তা, চিকিৎসক, তামাকসেবনকারী, তামাকজনিত রোগে আক্রান্তদের সাথে ইন্টারভিউ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (ঋএউ) ও কনসেনসাশ মিটিং করা হয়েছে। কাজটি জুলাই ২০০৯ শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ শেষ হয়েছে। হ্যান্ডবুক তৈরীর কাজে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা।

Secretary
Ministry of Health and Family Welfare
Government of People's Republic of Bangladesh

mwPe
¯^v¯'¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

বাণী

সার্বিকভাবে তামাক এক ধরনের নেশা জাতীয় সহজলভ্য বস্তু। তামাক সেবনে জাতি আজ বিপর্যস্ত। তামাকের ক্ষতি সম্বন্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। তাই তামাকের বিরুদ্ধে শুধু আইন নয় ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী। যারা তামাক সেবন করে না তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা আজকের দিনে বড় চ্যালেঞ্জ। 'তামাক নিয়ন্ত্রণ হ্যান্ডবুক' সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটা হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

কেবল ধূমপান নয়, তামাকের সব ধরনের ব্যবহার যে বিপজ্জনক তা প্রমানিত। তাই বিশ্বজুড়ে আজ তামাক বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তামাক বিরোধী সচেতনতাকে বেগবান করার ক্ষেত্রে এ হ্যান্ডবুক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ হ্যান্ডবুক প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শেখ আলতাফ আলী

প্রথম খন্ড

অধ্যায় ঃ ১
তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব

- তামাক একটি নেশাদ্রব্য।
- দু'টি সাধারণ সিগারেটের মধ্যে যে পরিমান নিকোটিন থাকে তা যদি ইনজেকশানের মাধ্যমে কারো দেহে প্রবেশ করানো হয় তাহলে তার মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে।
- তামাক ব্যবহারের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে ছেলেবেলা থেকে শিশু-কিশোররা তামাকমুখী হয়ে ওঠে।
- যারা ধূমপান করে না– তারা প্রায়শঃ ধূমপায়ীদের দ্বারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন। এতে ধূমপায়ীর মত অধূমপায়ীরও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।
- স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার জন্যে ব্যয় সরকারের তামাকখাত থেকে আয়ের চেয়ে অনেক বেশী।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, কলম্বাস এবং তার পরবর্তী অভিযাত্রীগণ আমেরিকায় তামাকের সন্ধান পান। তারা স্থানীয় অধিবাসীদেরকে তামাক সেবন করতে দেখেন। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা যেমন মায়া সভ্যতায় তামাক সেবন সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তখন তা প্রধানত ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও লোকজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। সেখান থেকে ঔপনিবেশিকদের মাধ্যমে স্পেন ও পর্তুগাল হয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং পরে এশিয়া ও আফ্রিকায় তামাক প্রবেশ করে। ১৫৬০ সনে পর্তুগালে নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত জ্যাঁ নিকো (ঔবধহ ঘরপড়ঃ) ফরাসী রাজ দরবারে এক প্যাকেট তামাক পাঠান উপহার হিসেবে। ১৮২৮ সালে তামাকে নিকোটিন নামক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই নিকোর নামানুসারে তামাকের ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যটির নামকরণ করা হয় নিকোটিন।

মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার একজন খ্রিস্টীয় পুরোহিত নল দিয়ে ধূমপান করছে
সূত্র : ইন্টারনেট

আমাদের দেশে ঠিক কখন তামাকের প্রচলন শুরু হয় তার কোন সন-তারিখ কারও জানা নেই। তবে ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ নাবিকদের মাধ্যমে যে এদেশে তামাকের আমদানী, চাষ ও প্রচলন হয় তা এক প্রকার নিশ্চিত। তামাক একটি নেশাদ্রব্য। তামাক সেবনকারী তামাকের মধ্যকার আসক্ত-উপাদানের দ্বারা এর প্রতি নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠে। বিশ্বে যত নেশাদ্রব্য বিদ্যমান তন্মধ্যে এ নেশাদ্রব্য বৈধভাবে বেচাকেনা হয়। বিশ্বের সর্বত্র তামাক একটি বিশাল শিল্প হিসাবে পরিণত। তামাকজাত দ্রব্যের মধ্যে সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, হুক্কা, সিগার, পাইপ, সাদাপাতা, গুল, খৈনি, নস্যি ইত্যাদি অন্যতম।

বিড়ি সেবন, ছবি: হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

হুক্কা সেবন, ছবি: গোবাল ট্যোবাকোক ক্রোল সামার প্রোগ্রাম২০০৮

জর্দ্দা সেবন, ছবি: হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

স্বাস্থ্য ক্ষতি

তামাকের নেশার পরিণতির কথা ভাবলে সাধারণত স্বাস্থ্যের ক্ষতির বিষয়টিই বিবেচনায় আসে। তামাক সেবনের ফলে স্বাস্থ্যের যেসব ক্ষতি হয় তাহলো- মুখ ও গলায় ক্যান্সার, ফুসফুসে ক্যান্সার, হাঁপানি, পেটে ঘা, হৃদরোগ, যৌন ক্ষমতা হ্রাস, পক্ষাঘাত (প্যারালাইসিস), দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসকষ্ট, যক্ষ্মা, বিবর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁত, ক্ষতিগ্রস্ত মাড়ি, গর্ভপাত, মৃত শিশু ও কম ওজনসম্পন্ন শিশুর জন্ম।

তামক ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের উপর যে প্রভাবগুলোর কয়েকটি

কম ওজনসম্পন্ন শিশু

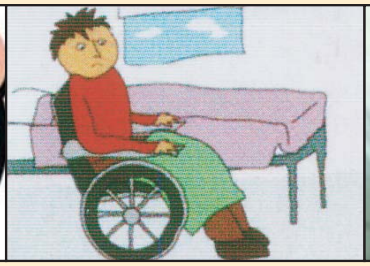

পক্ষাঘাতগ্রস্থ

শ্বাসকষ্ট/ হাঁপানি

মুখের ক্যান্সার

হৃদরোগ

ক্ষতিগ্রস্ত দাঁত ও মাড়ি

ছবি: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

বিভিন্ন কারণে মানুষের ক্যান্সার হয়ে থাকে। তবে যারা তামাক সেবন করে তাদের ফুসফুস ক্যান্সার, মুখ গহ্বর ক্যান্সার, গলনালী ক্যান্সার, পাকস্থলী ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশী থাকে। ৯০-৯৫ ভাগ ফুসফুস ক্যান্সার, ৮০-৯০ ভাগ মুখগহ্বর ক্যান্সারসহ মোট ক্যান্সারের ৫০ ভাগের জন্য দায়ী তামাক সেবন ও ধূমপান। তামাক এবং বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়ায় ৪০০০ এর বেশী ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। যার মধ্যে ৪৩টি ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টিতে সক্ষম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক গবেষণায় বলা হয়, তামাকের কারণে প্রতি ৬ সেকেন্ডে একজন লোক মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতি বছর বিশ্বে তামাকের কারণে ১ কোটি লোক মারা যাবে-এর মধ্যে ৭০ লক্ষই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের মানুষ। আগামী ৩০ বছরে বিশ্বব্যাপী তামাকজনিত মহামারীর ফলে ২৫ কোটি শিশু-কিশোর-কিশোরীর অকাল মৃত্যু ঘটবে। ফলে, বিশ্বব্যাপী ধূমপান ও তামাকজনিত মৃত্যুর হার এইচআইভি ও এইডস, যক্ষ্মা, প্রসবকালীন মৃত্যু, যানবাহন দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা এবং হত্যাকান্ডসহ সকল মৃত্যুহারকে ছাড়িয়ে যাবে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রায় ৬ কোটি ২০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হবে ধূমপানজনিত কারণে এবং যার মধ্যে ৫ কোটি ২০ লক্ষ পূরুষ এবং ১ কোটি মহিলা। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ ধূমপান করে তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগের মৃত্যু ঝুঁকি থাকে। এদের মধ্যে অর্ধেক ৭০ বৎসরের পূর্বে মারা যান। সাধারণতঃ তারা জীবনের ২২ বৎসর আয়ু থেকে বঞ্চিত হন। সুতরাং একজন ধূমপায়ীর শুধুমাত্র ধূমপানের কারণে যে মৃত্যুঝুঁকি থাকে তা অন্যান্য কারণে মৃত্যুঝুঁকি থেকে অনেক বেশী। তামাকের ধোঁয়ার প্রায় চার হাজার রাসায়নিক উপাদান রয়েছে-যা মানব দেহ ও পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দু'টি সাধারণ সিগারেটের মধ্যে যে পরিমান নিকোটিন থাকে তা যদি ইনজেকশানের মাধ্যমে কারো দেহে প্রবেশ করানো হয় তাহলে তার মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিড়ি-সিগারেটের মাধ্যমে এই নিকোটিন খুবই ধীরগতিতে মানব শরীরে প্রবেশ করে বলে এর ক্ষতিকর প্রভাবও হয় ধীরগতিসম্পন্ন।

নিকোটিন ছাড়া তামাকে উপস্থিত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর অন্য উপাদানের কয়েকটি হলো-

আর্সেনিক–যা একটি বিষ। ডিডিটি–যা পিঁপড়া, কীট ও তেলাপোকা মারার বিষে পাওয়া যায়। এছাড়া তামাকের মধ্যে ক্যাডমিয়াম, কার্বন মনোক্সইড, আলকাতরা, ফরমালডিহাইডসহ নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা। এসকল রাসায়নিক পদার্থ গাড়ী থেকে নির্গত ধোঁয়ায়, পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে, ব্যাটারী কারখানায়, রাস্তা নির্মাণে ও গবেষণাগারে মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক ক্ষতি

তামাক ব্যবহারের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে ছেলেবেলা থেকে শিশু-কিশোররা তামাকমুখী হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ পরিবারের বাবা-মা, বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই-বোন যারা ধূমপান বা তামাক ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে শিশু-কিশোররা এ ব্যাপারে প্রভাবিত হয়ে থাকে। পাশাপাশি বিড়ি-সিগারেটের সহজলভ্যতা, বন্ধু-বান্ধবদের প্রভাব, ধূমপানের প্রতি ঔৎসুক্য, 'বড় দেখাবে' বা 'স্মার্ট লাগবে'- এ সকল ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে কিশোর-কিশোরীরা ধূমপান শুরু করে।

আমাদের দেশে ধূমপানের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। পরোক্ষ ধূমপান (ঝবপড়হফ ঐধহফ ঝসড়শরহম)-এর ফলে ধূমপায়ী না হয়েও অনেককে এর কুফল ভোগ করতে হয়। যারা ধূমপান করে

না– তাদের আশেপাশে কেউ ধূমপান করলে তার ধোঁয়া নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অধূমপায়ীর দেহে প্রবেশ করে। এতে ধূমপায়ীর মত অধূমপায়ীরও সমান ক্ষতি হয়।

ছবি: হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

ছবি : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

একটা বদ্ধ ঘরে কেউ ধূমপান করলে, বাহির থেকে সে ঘরে কেউ প্রবেশ করলে বুঝা যায় সেখানে বাতাস কতটুকু দূষিত। অধুনা জানা গেছে, কোন কক্ষ বা বদ্ধ স্থানে কেউ দীর্ঘদিন ধূমপান করে থাকে তাহলে ঐ কক্ষ থেকে তার চলে যাবার পর নতুন যারা বসবাস করে তাদের উপরও পূর্বে বসবাসকারীদের ধূমপানের প্রভাব পড়তে পারে।

তামাকের কারণে যে স্বাস্থ্যক্ষতি হয় তা প্রকারান্তরে ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। একজন রিক্সাচালক বা দিনমজুর তামাকের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করে তা নিজের ও পরিবারের সদস্যদের খাবারে ব্যয় করলে তাদের কিছু অতিরিক্ত পুষ্টির সংস্থান হওয়ার সুযোগ তৈরী হয়। অন্যদিকে তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হলে তার কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অল্প বয়সে সে কায়িক শ্রম দেয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

বিড়ি, জর্দ্দা ও গুল কারখানায় শ্রমিকরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে থাকে। শ্রমিকরা কাজের সময় মুখোশ, হাত মোজা বা নিরাপদ চশমা ব্যবহার করে না; ফলে তামাকের গুড়ো নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাদের শ্বাসতন্ত্রে যায় এবং তারা এ্যাজমা, চর্মরোগসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। এ সকল কারখানার শ্রমিক হিসাবে নারী ও শিশুরা বেশী নিয়োজিত। কেননা নারী ও শিশুদের কম মজুরী দেয়া যায় এবং তাদের বেশী খাটান যায়। বিড়ি-সিগারেট তৈরির কাজটিও তারা সহজে শিখে নিতে পারে। অনেকে বাড়িতে বসে বিড়ি তৈরীর কাজ করতে পারে। এসব কাজে সম্পৃক্ত হবার ফলে নারী ও শিশুরা ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ সকল সেক্টরে কাজ করা শিশুদের স্কুলে যাওয়ার হার খুবই কম। ফলে, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ও শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

বিড়ি কারখানায় শিশু শ্রমিক ছবি: হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

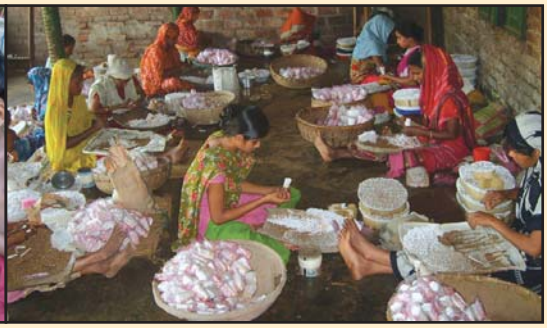

বিড়ি কারখানায় নারী শ্রমিক ছবি: হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

শিশুরাও তামাকের ক্ষতির শিকার

বাংলাদেশে ১৫ বছরের নীচে যাদের বয়স তাদেরকে শিশু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ২০০৪ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এ দেশে ১৫ বছরের নীচের জনসংখ্যা (শিশু) প্রায় ৫ কোটি। এই ৫ কোটি শিশুকে তামাকমুক্ত রাখাটা সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। মায়ের গর্ভে যখন শিশুর ভ্রূণ জন্ম নেয় তখন থেকে তামাকের কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। বাবা কিংবা পরিবারের সদস্যদের পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন মা। তার মাধ্যমে গর্ভের শিশু আক্রান্ত হন। আমাদের দেশে মহিলাদের ধূমপানের প্রবণতা পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় কম তবুও শ্রমিক শ্রেণী ও শিক্ষিত ধনিক শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে ধূমপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলাদের মধ্যে পান খাওয়ার প্রবণতা অত্যাধিক। পানের সাথে জর্দ্দা খাওয়ার কারণে তাদের গর্ভের শিশু ক্ষতির শিকার হয়।

ধূমপানের ক্ষতির শিকার শিশু ছবি : হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড

আমাদের দেশে তামাক এত সহজলভ্য ও সস্তা যে, শিশুরা পরিণত বয়সে পৌঁছার আগে ধূমপানের অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমেরিকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর এক চতুর্থাংশ ধূমপানে আসক্ত। বিশ্বের প্রায় ৫০ লক্ষ শিশু ধূমপানের কারণে পরিণত বয়সের পূর্বে মারা যাবে। এই তথ্য মূলতঃ উন্নত বিশ্বের জনসংখ্যার উপর গবেষণা করে প্রাপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার গরীব দেশের শিশুদের উপর গবেষণা করলে সত্যিকার অর্থে বুঝা যেত যে অবস্থা আরও কত ভয়াবহ। অন্য একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, যারা ধূমপায়ী তারা ১৮ বছরে পৌঁছার পূর্বে ধূমপানের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি

প্রতিবছর বাংলাদেশে তামাক সেবনের ফলে জনগণ যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয় তার ফলে ১০০ ভাগ রোগীর চিকিৎসা বাবদ (সরকারের স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় এবং রোগীর নিজস্ব ব্যয়) বছরে প্রায় ৯,৯০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অন্যদিকে তামাক খাতে সরকার বছরে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা আয় করে। সুতরাং তামাকের কারণে দেশের অর্থনীতিতে বছরে নীট ক্ষতির পরিমাণ ৭,৪০০ কোটি টাকা, যা দেশের অর্থনীতির জন্য শুভলক্ষণ নয় বরং বিরাট একটা ক্ষতি (সূত্রঃ তধসধহ বঃ ধষ (বফং) ওসঢ়ধপঃ ড়ভ ঞড়নধপপড় ৎবষধঃবফ রষষহবংংবং রহ ইধহমষধফবংয ডঐঙ ২০০৭).

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ২০০৭ এর তথ্য অনুযায়ী বছরে ৫,২২৪ মেট্রিক টন তামাক দেশে আমদানি করা হয় এবং ৯,৬৩১ মেট্রিক টন তামাক রপ্তানি করা হয়। তামাকখাত বার্ষিক আমদানি ব্যয় ১৫০ কোটি এবং রপ্তানি আয় ৯৮ কোটি টাকা। দেশে বছরে প্রায় ২,৫০০ কোটি শলাকা সিগারেট উৎপাদিত হয়। বছরে যে পরিমান বিড়ি-সিগারেট বাংলাদেশের মানুষ সেবন করে তার মূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা, যা দিয়ে প্রতিবছর দুটি যমুনা সেতু নির্মাণ করা সম্ভব।

ছোট ছোট স্থানীয় পর্যায়ের বহু বিড়ি-সিগারেট ও জর্দ্দা-গুল ফ্যাক্টরী রয়েছে যাদের কাছ থেকে সরকার নানা কারণে পুরোপুরি কর আদায় করতে পারে না। সরকার এদের কাছ থেকে যেমনি বিশাল অংকের কর থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি বড় বড় সিগারেট কোম্পানি সুযোগ পেলে কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। তামাকের কারণে বিশ্বের অর্থনীতিতে ঘটছে বিরাট অপচয় যা একটি দেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। ইউনিসেফ এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের ৫% অপুষ্টিজনিত কারণে হারিয়ে যায় এবং প্রতিদিন অপুষ্টির অভিশাপে ৫ বছরেরও কম বয়সী ৭০০ শিশু মারা যায়। বাংলাদেশে অধিকাংশ জনগণের উপার্জনের প্রায় ৬৬ থেকে ৭৩ শতাংশ ব্যয় হয় খাদ্যের জন্য।

একজন নিম্নআয়ের মানুষ প্রতিদিন যে পরিমান সিগারেট খান তার জন্য যদি তার ১০ টাকা ব্যয় হয় তাহলে এক বছরে তার খরচ হয় ৩,৬৫০ টাকা ও দশ বছরে ৩৬,৫০০ টাকা। সংসারের আয়ক্ষম ব্যক্তি ধূমপান কিংবা তামাকজাত দ্রব্য সেবনের পেছনে যে অর্থ ব্যয় করে সে অর্থ পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করলে পরিবারে পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব হয়। আমরা জানি প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবারের অভাবে এদেশের নারীরা অধিকহারে অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে তারা অপুষ্ট শিশু জন্ম দেন। এছাড়া এদেশে শিশুমৃত্যুর অন্যতম একটি কারণ অপুষ্টি। এতে সামগ্রিকভাবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, যদি তামাকের জন্য ব্যয় করা অর্থের ৬৯ ভাগ খাদ্যের পেছনে ব্যয় করা হত তবে দেশের অপুষ্টিজনিত কারণে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয় তার অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ জন শিশুকে বাঁচানো সম্ভব হত।

পরিবেশের ক্ষতি

তামাকপাতা শুকানো-প্রক্রিয়াজাতকরণ থেকে বিড়ি-সিগারেট ও জর্দ্দা-গুল উৎপাদন এবং সেবন–সকল স্তরে সম্পৃক্ত সকলের যেমনি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তেমনি এটা পরিবেশ বিপর্যয় ও দূষণেরও কারণ।

তামাক শুকানোর জন্য জ্বালানির প্রয়োজন হয়। বর্তমানে পার্বত্য এলাকায় যে ব্যাপক পরিমানে গাছ কাটা হচ্ছে তার বিরাট একটি অংশ তামাক শুকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় বিপুল বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে। এক একর জমিতে যে পরিমাণ তামাক উৎপন্ন হয় এটি শুকানোর জন্য প্রয়োজন প্রায় ৬ টন কাঠ। তামাক উৎপাদনে সামগ্রিকভাবে যে অর্থ ব্যয় হয় তার ৩০ ভাগ শুধুমাত্র তামাক শুকানোর জন্য ব্যয় হয়। পাহাড়ী এলাকায় তামাক চাষের নতুন জমি তৈরীর জন্যও বৃক্ষ কেটে বন-পাহাড় ধ্বংস করা হচ্ছে।

তামাকপাতা শুকানোর চুলিঘর ও জ্বালানি বৃক্ষ ছবি : ডাবিউবিবি ট্রাস্ট

তামাক চাষে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকায় নদীর ঢালে তামাক চাষ করা হয়। উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত প্রচুর পরিমান সার ও কীটনাশক গড়িয়ে নদীর পানিতে গিয়ে মেশে। পাহাড়ী এলাকার নদীগুলো ঐ এলাকার মানুষের অন্যতম পানির উৎস। গৃহস্থালীর কজে দূষিত ঐ পানি ব্যবহার করার ফলে সেখানকার অধিবাসীরা বিভিন্ন জটিল স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে।

১) সিগারেটের ধোঁয়ায় ৪০০০ এর বেশী রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে যা পরিবেশ দূষিত করে।

২) সিগারেটের ধোঁয়া ধূমপায়ী অধূমপায়ী সকলের জন্য ক্ষতিকর।

৩) বিড়ি-সিগারেটের কাগজ এবং প্যাকেট তৈরির জন্য বৃক্ষ নিধনের ফলে বন উজাড়ের হার প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। প্রতিবছর তামাক উৎপাদনের কারণে ২ লক্ষ হেক্টর বন উজাড় হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর যে পরিমাণ বন ধ্বংস হচ্ছে তার ৩০% ধ্বংস হয় তামাক শুকানোর কাজে গাছ কাটার কারণে। যার প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর।

৪) বিড়ি-সিগারেট তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রতিনিয়ত বাতাসকে দূষিত করে চলেছে।

৫) বিড়ি-সিগারেটের আগুনের দ্বারা বহু অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়।

৬) সিগারেটের ফিল্টার বা মোথা, প্যাকেট এবং কার্টুন থেকে যে বর্জ্য তৈরি হয় তা পরিবেশের ক্ষতি করে। সিগারেটের পেছনের অংশ ফিল্টার যেখানে ফেলা হয় তার আশেপাশের অনেকখানি জায়গা ওর ভেতরে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দূষিত হয়।

৭) সমুদ্র পরিষ্কারাভিযানে দেখা গেছে যে, সমুদ্র দূষণের প্রধান কারণ সিগারেটের বর্জ্য।

সমুদ্রে সিগারেটের বর্জ্য ছবি: ইন্টারনেট সূত্র : প্রথম আলো ২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯

তামাক চাষ; এর ক্ষতিকর দিক এবং বিকল্প ফসল চাষ

- তামাক একটি সবুজ পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ।
- তামাক কোম্পানিগুলো সেই বৃটিশ শাসনামলের নীল চাষের মতো ক্ষুদ্র চাষীদের ঋণ ও নানাবিধ সুবিধা দিয়ে তামাক চাষে প্রলুব্ধ করছে।
- বর্তমানে চিরাচরিত জুম চাষের বদলে তামাক চাষের প্রসার পার্বত্য চট্টগ্রামের শত শত আদিবাসী ও বাঙালী পরিবারের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তামাক একটি সবুজ পাতা বিশিষ্ট উদ্ভিদ। সাধারণত বাংলা আশ্বিনকার্তিক মাসে চাষ শুরু করে দীর্ঘ পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস পর ফাল্গুন চৈত্র মাসে তামাক পাতা কাটা হয়। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তরদক্ষিণাঞ্চলে সাধারণত দেশী জাতের তামাক উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি পানি সহনীয় কিথরী জাতের তামাক বীজ দিয়ে কিছু কিছু জায়গায় বর্ষা মৌসুমেও তামাক চাষ হচ্ছে।

ভার্জিনিয়া ও উফসী জাতের কিছু তামাক পাতা শুকাতে বিশেষ ধরনের চুল্লি ও প্রচুর জ্বালানির প্রয়োজন হয়। এ সকল জাতের তামাক উত্তরাঞ্চলের পাটগ্রাম, পীরগঞ্জ ও এর আশেপাশের এলাকা এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের চকরিয়াতে চাষ করা হয়। সম্ভবত চুল্লিতে শুকানোর ঝামেলার কারণে ও রোদে শুকানো তামাক পাতার বাজার থাকার কারণে উত্তরাঞ্চলের কৃষকরা দেশী জাতের তামাক চাষ করে। উত্তরাঞ্চলে বহু বিড়ি, জর্দা ও গুলের কারখানা রয়েছে। এরাই মূলতঃ দেশী ও উফসী জাতের এ সকল রোদে শুকানো তামাক পাতার ক্রেতা। সিগারেট কোম্পানির কাছে ভার্জিনিয়া তামাকের কদর বেশি।

তামাক গাছ

শুকানো তামাক

ছবি : ইন্টারনেট

বাংলদেশে যে সকল অঞ্চলে তামাক চাষ হয়–

কৃষকরা কেন তামাক চাষ করে

তামাক কোম্পানিগুলোর শক্তিশালী ও কৌশলী ব্যবস্থাপনার কারণে কৃষকরা তামাক চাষে প্রলুব্ধ হয়। তামাক চাষের ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানির ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে ঋণের সহজলভ্যতা, কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, সার, বীজ, কীটনাশক প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা ইত্যাদি। বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিশেষ করে সব্জির বাজারজাতকরণ ও যথাযথ মূল্যের নিশ্চয়তা বিধান করা এখনও সম্ভব হয় নাই। সব্জির ফলন বেশী হলে দাম হ্রাস পায়। সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সঠিক সময়ে বিক্রি না হলে পচে যাওয়াটা একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যা পার্বত্য এলাকায় আরও ব্যাপক। এই এলাকায় কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, যাতায়াত ইত্যাদির অভাবে তা নষ্ট হয়ে যায়। উৎপন্ন ফসল পচানোর চেয়ে তামাক চাষ করে কিছুটা হলেও আর্থিক সুবিধা বা দাম পাওয়া অনেক সুবিধাজনক। এই বোধ থেকে কৃষকরা তামাক চাষ করে। মানসম্পন্ন তামাক পাতার জন্য কৃষকদের অপেক্ষা করতে হয় না বরং তা দ্রুত বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু মান খারাপ হলে, পাতার আকার ছোট হলে এবং পাতার রংয়ের তারতম্য হলে মূল্য কমে যায় ঠিকই কিন্তু তারপরও তা বিক্রি হয়ে যায়। এছাড়া তামাকের মোথা ও শিকড় পর্যন্ত ফেলনা যায় না। কৃষকরা তাও বিক্রি করতে পারে। তা প্রক্রিয়াজাত করে বিড়ি, জর্দ্দা ও গুল তৈরীতে ব্যবহার করা হয়।

কোম্পানি ও মহাজনদের শোষণ

তামাকের মূল্য নির্ধারিত হয় কোম্পানি ও মহাজনদের বোঝাপড়ার মাধ্যমে। যেহেতু এর ক্রেতা খুবই সীমিত তাই তারা যে মূল্য নির্ধারণ করে দেন কৃষকরা তা মেনে নিতে বাধ্য থাকে। তামাক পাতার দাম গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। শুধু রেজিষ্টার্ড চাষীদের উৎপাদিত পাতা কোম্পানির নিকট বিক্রির নিশ্চয়তা রয়েছে। যারা রেজিষ্টার্ড চাষী নন তামাক পাতা বিক্রির জন্য তাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পাতার মান আশানুরূপ না হলে কোম্পানি সেই পাতা কিনতে চায় না; কিনলেও খুবই কম দাম প্রদান করে। উদ্বৃত্ত তামাক কম দামে মহাজন বা ফড়িয়াদের কাছে বিক্রি করতে হয়। কোম্পানিদের সাথে মহাজন বা ফড়িয়াদের বোঝাপড়া থাকায় দূর্বল কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তামাক চাষ ও জমির উর্বরতা হ্রাস

তামাক চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। উপর্যুপরি তামাক চাষে জমির উর্বরতা হ্রাসের কারণে সারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি করতে হয়, ফলে ফলন কম হয় ও পাতার মান খারাপ হয়। এছাড়া সার এবং কীটনাশক দুটোই দামী। প্রতিবছর তামাক চাষে প্রচুর সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন তামাক উৎপাদনে ব্যয় বেড়ে যায় অন্যদিকে তেমন জমির উর্বরতা হ্রাস পায়।

যে সকল চাষীরা তামাক চাষ বাদ দিয়ে ধান বা অন্য ফসল আবাদ করছে তারা মাটির উর্বরতা হ্রাস পাবার কারণে সার এবং সেচের জন্যে অধিক অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। জমিতে পর্যাপ্ত সার দেয়ার পরও তা ঠিকমতো কাজ করছে না। প্রচুর সেচ দেয়ার পরও মাটি দ্রুত তা শুষে নেয়। বর্তমানে রংপুর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মানিকগঞ্জসহ বাংলাদেশের সমতলভূমিতে তামাক চাষ অব্যাহত রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে তামাক চাষ কিছুটা হ্রাস পেলেও তা খুব একটা আশাব্যাঞ্জক নয়।

তামাক কোম্পানির নতুন এলাকার সন্ধান

খুব বেশী দিন নয়, মাত্র কয়েক বছর হলো তামাক কোম্পানি পার্বত্য চট্টগ্রামের থানচি, বান্দরবান, আলীকদম, নাইক্ষংছড়ি, রুমা, রোয়াংছড়ি, লামা, চকরিয়া প্রভৃতি এলাকায় তামাক চাষ প্রসারের মাধ্যমে

তাদের ভয়াবহ থাবা বিস্তার করেছে। এ এলাকাগুলোতে তামাক চাষের ফলে শীতকালীন সব্জি ও তরিতরকারীর চাষ আশঙ্কাজনকহারে হ্রাস পেয়েছে। পাহাড়ী এলাকার চিরাচরিত জুম চাষের সাথে সেখানকার জীব বৈচিত্র ও খাদ্যাভ্যাস সম্পৃক্ত। সেটাও বিলীন হওয়ার পথে। তামাক চাষের এই প্রক্রিয়ার সাথে অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি জড়িত। চিরাচরিত জুম চাষের বদলে তামাক চাষের প্রসার পার্বত্য চট্টগ্রামের শত শত আদিবাসী ও বাঙালী পরিবারের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে তারা খাদ্য সংকটের মুখেমুখি বলে জানা যায়- যার ফলে বর্তমানে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন।

তামাক কোম্পানি অসহায় আদিবাসী ও বাঙালী কৃষকদের মাঝে অগ্রীম টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করে তামাক চাষ করাচ্ছে। কৃষকরা তামাক চাষের মৌসুমের প্রথম দিকে ঋণ নেয়, তামাক বিক্রি করার পর সেই ঋণ ফেরত দেয়। ঋণ করে চাষ করার ফলে তামাক চাষে তাদের খুব একটা লাভ হয় না। ফলে পুনরায় চাষের মৌসুমে চাষীকে তামাক চাষের জন্য আবার ঋণ নিতে হয় অর্থাৎ ঋণের জাল থেকে কৃষকদের মুক্তি নেই। এ দুর্ভেদ্য জাল থেকে তারা বের হতে পারে না।

তামাক চাষ ও ব্যাংক ঋণ সমস্যা

সব্জী এবং অন্যান্য ফসল চাষের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে বর্গাচাষীরা কৃষিঋণ পান না। নিজস্ব জমি না থাকলে ব্যাংক থেকে কোন ধরনের ঋণ পাওয়া যায় না। কেননা ঋণ গ্রহণের সময় ব্যাংকে জমির দলিল মটগেজ হিসাবে রাখতে হয়। অথচ তামাক চাষের ক্ষেত্রে বর্গাচাষীরাও তামাক কোম্পানির কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। এছাড়া, বিভিন্নভাবে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ পাবার ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হয়। ব্যাংক ঋণ জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী। এসব কারণে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তামাক ভিন্ন অন্য কিছু চাষ করার চেয়ে তামাক কোম্পানি থেকে সহজলভ্য ঋণ গ্রহণ করে কৃষক তামাক চাষ করে।

তামাকের বিকল্প ফসল চাষ

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এ তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতার কথা উলেখ করা হয়েছে। তামাক চাষীদের তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা প্রদান করা সম্ভব হলে অনেকে তামাক চাষের পরিবর্তে অন্য ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসবে।

বিকল্প চাষের জন্য করণীয়-

ক) কৃষিঋণ সহজ করা; বর্গাচাষীদেরকে এর আওতায় আনা

খ) বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নতি

গ) কোল্ডস্টোরেজ নির্মাণ; বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায়

ঘ) মাঠ পর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের তাদের সেবা-পরামর্শ কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া

ঙ) সময়মত মানসম্পন্ন বীজ ও সারের যোগান নিশ্চিত করা

চ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সরকারের সংশি-ষ্টবিভাগ ও এনজিও কর্তৃক তামাকের বিকল্প ফসল উৎপাদনে সহযোগিতা। বিকল্প চাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন- প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী খামার ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। এ কাজে বর্গা ও প্রান্তিক চাষীদের সম্পৃক্ত করা।

তামাক কোম্পানির প্রভাব বলয় সৃষ্টি ও আগ্রাসী কার্যক্রম

- উন্নত বিশ্বের সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে সেখানে তামাক ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।
- উন্নত বিশ্বে তামাকের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করার নজির বিদ্যমান।
- নতুন নতুন কমদামি ব্র্যান্ড, মূল্যহ্রাস এবং সিগারেটের আকার ছোট করা, এসমস্তই হচ্ছে সিগারেটকে ধূমপায়ীদের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার কৌশল।
- দেশব্যাপী বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো– তাদের নানা কর্মসূচি মিডিয়াতে প্রচার করার মাধ্যমে নিজেদের কোম্পানির প্রচার চালাচ্ছে।

ধূমপান ও তামাকদ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহ ক্ষতির কথা আজ সর্বজনবিদিত। একদিকে যেমন এ ভয়াবহ ক্ষতির কথা প্রচার হচ্ছে তেমন আবার তামাক কোম্পানি তাদের ব্যবসা প্রসারে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করছে। তামাক ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অর্থবিত্ত, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তিতে খুবই শক্তিশালী।

উন্নতদেশগুলো তামাকের ক্ষতিকর দিকগুলো আঁচ করতে পেরে তামাক বর্জনে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছে এবং সে সব দেশের সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। যার ফলে উন্নত বিশ্বে তামাক ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অথচ দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে এর ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

উন্নত বিশ্বে তামাকের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষতিপূরণ আদায় করার নজির বিদ্যমান। সম্প্রতি একটি জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বেটি বুলক নামের এক মহিলা ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যান। ৬৪ বছরে বুলক টানা ৪৭ বছর ফিলিপ মরিসের সিগারেট সেবন করেন। ২০০১ সালে মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় তিনি কোম্পানির বিরুদ্ধে অসুস্থতার জন্য ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা করেন। মামলার চূড়ান্ত রায়ে বুলকের মেয়ে ফিলিপ মরিসের কাছ থেকে ১ কোটি ৩৮ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ লাভ করেন।

তামাক বাণিজ্য প্রসারে পাশ্চাত্য পুঁজি বিনিয়োগকারী, তাদের দেশীয় দোসর ও দেশীয় তামাক কোম্পানি খুবই সক্রিয় থাকে। এদের রয়েছে প্রচুর অর্থ এবং সরকার ও প্রশাসনকে প্রভাবিত করার বিশাল ক্ষমতা। সামাজিক দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে এরা যেসব কার্যক্রম চালায় প্রকৃতপক্ষে তা তাদের কোম্পানি ও সিগারেটের প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। এ প্রসঙ্গে, বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি) এর বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির কথা বলা যায়। কিছুদিন আগেও স্টার সার্চ, ব্যান্ড কনসার্ট, সঙ্গীত প্রতিযোগিতাসহ এদের বহুবিধ কার্যক্রম চালু ছিল। তামাকের বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ার কারণে তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে প্রমোট করার মাধ্যমে তাদের পণ্যের প্রচারের অপপ্রয়াস চালাতো। এর ফলে অপরিণত শিশু, তরুণ-তরুণীরা সিগারেট কোম্পানির সৌজন্যে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান বা খেলাধুলা দেখতে পেত ঠিকই পাশাপাশি সিগারেট কোম্পানির চাকচিক্যময় বিজ্ঞাপন তাদেরকে প্রভাবিত করত এবং তারা ঐ ব্র্যান্ডের সিগারেট টানতে আগ্রহী হয়ে উঠত। সিগারেটের প্রচারে সিগারেট কোম্পানিগুলো নব নব কৌশলের আরও একটি উদাহরণ হলো ভয়েজ অব ডিসকভারী ও ওয়ার্ল্ড এ্যাডভেঞ্চার। যদিও অন্দোলনের মুখে ভয়েজ অব ডিসকভারী বাংলাদেশে ভীড়তে পারেনি।

অভিনব কায়দায় তামাকের প্রচার

প্রচার, প্রচারণা এবং পৃষ্ঠপোষকতা ব্যাপকহারে নিষিদ্ধ করলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পায়। যে সমস্ত দেশ এরকম নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে সেখানে তামাক কোম্পানি আরও উদ্ভাবনী হয়ে কম দৃশ্যমান পন্থায় কিশোর-কিশোরী এবং মহিলাদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করে।

যে সমস্ত পন্থায় তামাকজাত দ্রব্যের বিপণন করা হয় তম্মধ্যে ব্র্যান্ডকে আরও বিস্তৃত করা, বিভিন্ন রকমের উপহার সামগ্রী বিলি, ক্রীড়া, সঙ্গীত, ফ্যাশন এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা, ইন্টারনেটে প্রচার ও বিপণন, কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা এবং সম্প্রতি টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি রয়েছে। ইউরোপের একটি দেশে তরুণ-তরুণীরা বিভিন্ন সিগারেট ব্র্যান্ডের রঙের মোহনীয় পোশাক পড়ে ড্যান্স ক্লাবসহ বিনোদন স্থানে ঘুরে বেড়ায়– তরুণ-তরুণীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে সিগারেটের প্রচার চালানোর উদ্দেশ্যে।

বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি)'র 'বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি' ও 'কিশোর ধূমপান প্রতিরোধ কর্মসূচি' দুটির উদাহরণ টানা যেতে পারে। বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি) তাদের বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশব্যাপী বৃক্ষ রোপন করছে যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রচার করার মাধ্যমে বিএটি নিজেদের কোম্পানির প্রচার চালাচ্ছে সে সাথে পাঠকের কাছে তাদের একটা ভাল ইমেজ তৈরী করছে। বিএটি'র কিশোর ধূমপান প্রতিরোধ কর্মসূচি, যা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে, এর মাধ্যমে আসলে কিশোর ছেলেমেয়েদের বলা হোত যে, কিশোর বয়সে ধূমপান নয়, ধূমপান একটি প্রাপ্তবয়স্ক সিদ্ধান্ত। কিন্তু ধূমপান যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সে তথ্য এ কর্মসূচীর মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের কাছে পৌঁছত না বরং এ কর্মসূচী প্রকারান্তরে তাদের ধূমপান করতে প্রণোদিত করত।

বিএটি'র বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির বিজ্ঞাপণের ছবি

সূত্র : আমাদের সময় ২২ জুলাই, ০৯

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেখানে তামাক চাষের জন্য জমি প্রস্তুত ও তামাক পাতা শুকানোর জন্য বৃক্ষ ও বন ধ্বংসের জন্য দায়ী তামাক কোম্পানি সেখানে তাদের এই বিজ্ঞাপন জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছে না?

যে সিগারেট ক্রমে ধূমপায়ীর জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে দেয় তার উৎপাদকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বুদ্ধির লড়াইয়ে মেতেছে। অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয় তামাক কোম্পানিকে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার সুযোগ তৈরী করে দিচ্ছে। দেশের একটি ইংরেজী দৈনিক সে প্রতিযোগিতার বিজ্ঞাপণও প্রচার করছে। বৃটিশ আমেরিকান টোবাকো (বিএটি) ২০০৪ সাল থেকে প্রতিবছর দেশের শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখার লক্ষ্যে ঞধষবহঃ চৎড়সড়ঃরড়হ চৎড়মৎধস এর আওতায় ইধঃঃষব ড়ভ গরহফং নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে।

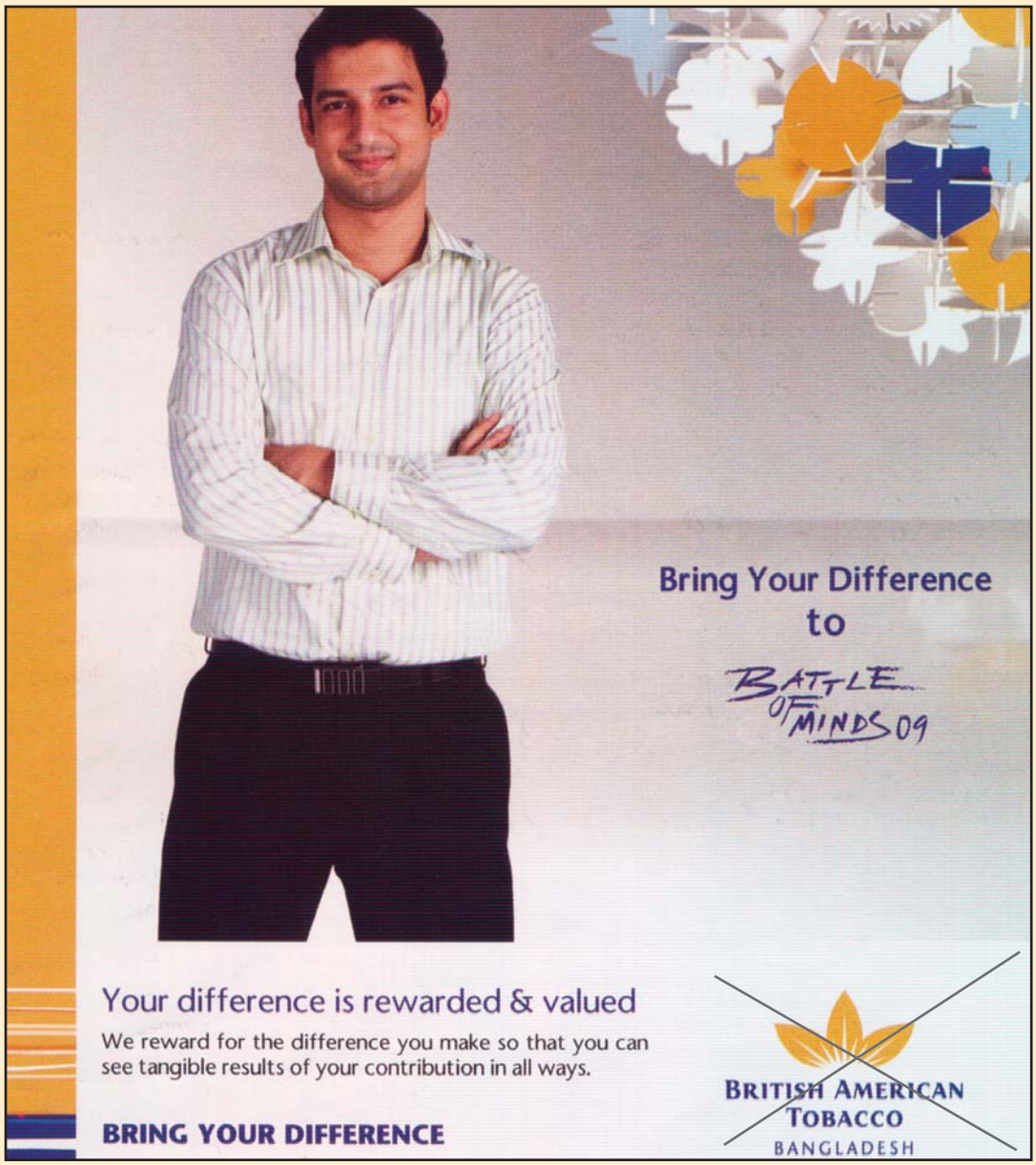

বিএটি'র ঞধষবহঃ চৎড়সড়ঃরড়হ চৎড়মৎধস -এর বিজ্ঞাপণের ছবি

সূত্র : স্টার ক্যাম্পাস, দ্যা ডেইলি স্টার, ১ নভেম্বর, ২০০৯

অধ্যায় ঃ ২

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)

তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি

- **FCTC** বা তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার এবং প্রকাশ্য ধূমপানের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে সহযোগিতা করা।
- এই আন্তর্জাতিক দলিলে তামাকের ব্যবহারকে বর্তমান বিশ্বে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) হচ্ছে তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি আন্তর্জাতিক আইনী দলিল বা চুক্তি, যা বিশ্বব্যাপী তামাক এবং তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রণীত হয়। ১৯৯৬ সালের মে মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৪৯তম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে সংস্থার মহাপরিচালক ঋঈঞঈ বিষয়টির ধারণাগত ও আইনগত দিকের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। গত মে ২০০৩এ জেনেভায় বাংলাদেশের সে সময়ের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫৬তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলনে ১৯২ টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক এ চুক্তি অনুমোদিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গত ১৬ জুন ২০০৩ তারিখে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

FCTC বা তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির মূল উ দ্দেশ্য হচ্ছে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার এবং প্রকাশ্য ধূমপানের বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহকে সহযোগিতা করা।

এ দলিলে তামাকের ব্যবহারকে বর্তমান বিশ্বে প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশই তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং তার ফলাফলও পেয়ে আসছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তামাক নিয়ন্ত্রণ একটি কঠিন ও ব্যাপক বিষয়। এজন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ ও চোরাচালান রোধের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কিন্তু এ বিষয়গুলো একক কেনো রাষ্ট্রের পক্ষে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। বিশ্বায়নের এ যুগে বর্তমানে ঘরে বসে বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, রেডিও, পত্রিকা ও ইন্টারনেটের বদৌলতে বহিঃরাষ্ট্রের সিগারেটের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা দেখার সুযোগ অবারিত। তাই তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও চুক্তির প্রয়োজন। এরই ফসল এই আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের দীর্ঘ আট বছরের কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। বিশ্বব্যাপী তামাক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই চুক্তিটি অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

FCTC-তে স্বাক্ষর ও রেটিফিকেশনের প্রেক্ষিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে করণীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ❖ তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা;
- ❖ জাতীয় কমিটি গঠন করা;
- ❖ প্রচলিত আইনের পর্যালোচনা করা;
- ❖ এফসিটিসির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা;
- ❖ জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- ❖ তামাকের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা;
- ❖ বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর বর্ধিতহারে করারোপ করা;
- ❖ ধূমপানমুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করা;
- ❖ তামাকজাত পণ্যের আভ্যন্তরীণ ও ব্যবহারিক উপাদান সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা;
- ❖ পণ্যের মোড়কে স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ ছবি ও বাণী প্রদার করা;
- ❖ চোরাচালান হ্রাস করা;
- ❖ জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এ চুক্তিতে যে সকল বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তাহলো-

১. বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ ঃ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন এবং তামাক উৎসাহিতকরণ যেকোন কার্যক্রম বন্ধ করা।

২. চোরাচালান ঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ সিগারেট কালোবাজারে প্রবেশ করে। রপ্তানীকৃত সিগারেটের প্যাকেটের এবং কার্টুনের গায়ে গন্তব্যের নাম উলেখ করার মাধ্যমে চোরাচালান রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩. প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী ঃ প্যাকেটের গায়ে উভয় পাশে ৫০% বা আরো বেশি অংশ জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী থাকা প্রয়োজন এবং অবশ্যই তা ৩০% এর কম হবে না। স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী মাঝে মাঝে পরিবর্তন করতে হবে। কোন সাধারণ সতর্কীকরণ বাণী দিলে চলবে না; প্রয়োজনে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বাণী থাকতে পারে। লো-টার, লাইট, আলট্রা-লাইট, মাইল্ড ইত্যাদি বিভ্রান্তকর শব্দ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

৪. কর বৃদ্ধি ঃ তামাকের উপর কর বৃদ্ধি তামাকের ব্যবহার হ্রাস করতে একই সাথে স্বাস্থ্যঝুঁকি কমাতে এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর। তামাকের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে তামাকের উপর কর বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫. শুল্কমুক্ত বিক্রি বন্ধ করা ঃ শুল্কমুক্ত বিপণী পর্যটকদের জন্য এক ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত সুবিধা দান প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আসলে সিগারেট কালোবাজারের পথ সুগম হয়। কারণ শুল্কমুক্ত বিপণীর মাধ্যমে কর প্রদান ব্যতিরেকে অনেক সিগারেট কালোবাজারে প্রবেশ করে। শুল্কমুক্ত বিক্রি বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।

৬. অধূমপায়ীর অধিকার সংরক্ষণ ঃ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, পরোক্ষ ধূমপান অধূমপায়ীর বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টির কারণ। জনসমাগমস্থল, যানবাহন এবং অন্যান্য বদ্ধস্থান ধূমপানমুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ্য ধূমপানের ক্ষতি থেকে জনগণকে রক্ষা করা।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন (২০০৫)

- পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ই মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাস্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচার নিষিদ্ধ।
- তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় অক্ষরে স্পষ্টত দৃশ্যমানভাবে ও মোড়কের অন্যূন ৩০% শতাংশ জায়গা জুড়ে স্বাস্থ্য সর্তকবাণী মুদ্রণ।
- আইন অমান্যকারীর শাস্তির বিধান।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন তামাকের ক্ষতি এবং ব্যবহারের ব্যাপকতা কমাতে বাংলাদেশে ২০০৫ সালে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করা হয়। ২৬ মার্চ, ২০০৫ হতে এই আইন কার্যকর হয়। আইনের কয়েকটি বিশেষ দিক–

পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ। 'পাবলিক প্লেস' অর্থশি ক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমান বন্দর ভবন, সমুদ্র বন্দর ভবন, নৌব ন্দর ভবন, রেলওয়ে ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, পাবলিক টয়লেট, শিশু পার্ক এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান। 'পাবলিক পরিবহণ' অর্থ– মোটর গাড়ি, বাস, রেলগাড়ি, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জন যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোনো যান।

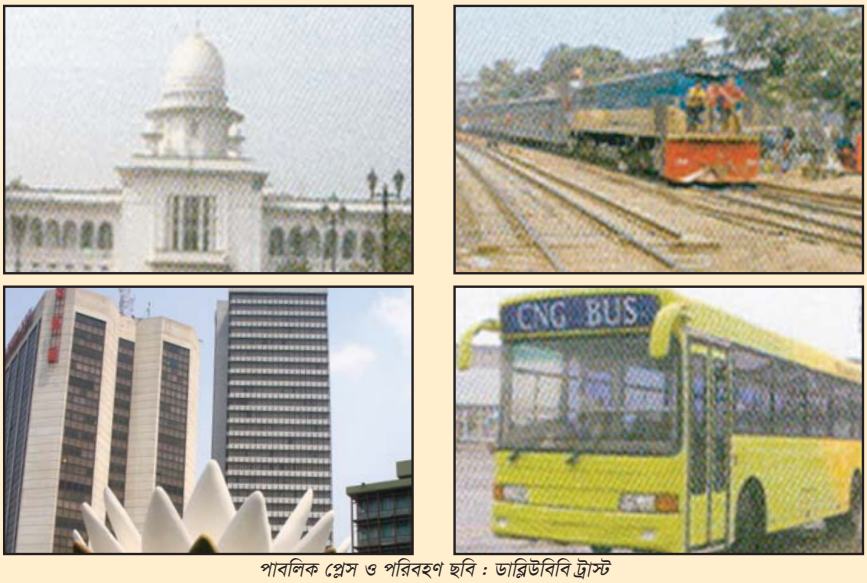

পাবলিক প্লেস ও পরিবহণ ছবি : ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করলে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হওয়ার বিধান রয়েছে।

এ আইনে কোন প্রকার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ই মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাস্ট বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বিদ্যমান আইনে প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় অক্ষরে স্পষ্টত দৃশ্যমানভাবে ও বড়মাপে (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% শতাংশ পরিমাণ) নিম্নবর্ণিত যে কোন সর্তকবাণী মুদ্রণ করবে। যথা:

(ক) ধূমপান মৃত্যু ঘটায়;

(খ) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;

(গ) ধূমপান হৃদরোগের কারণ;

(ঘ) ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ;

(ঙ) ধূমপানের কারণে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হয়; বা

(চ) ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

এ বিধান অনুসরণ করা হয় নাই এমন কোন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়ক কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বাজারজাতকরণ, ক্রয় বা বিক্রয় করতে পারবে না।
কোন ব্যক্তি এ বিধান লংঘন করলে তিনি অনুর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দন্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

- আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা।
- জেলা ও উপজেলাভিত্তিক টাস্কফোর্স গঠন করা।
- নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করার নিমিত্তে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

১) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ এর অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন;

২) তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩) তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ও চোরাচালান রোধে এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪) তামাকজাত সামগ্রীর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে অবহিতকরণের লক্ষে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইত্যাদির প্রকাশসহ সেমিনার, সেম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন;

৫) তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষণা বা জরিপ কার্য পরিচালনা;

৬) আমদানিকৃত তামাকজাত দ্রব্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৭) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

৮) তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক উপস্থাপিত সারাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া;

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;

২. স্থানীয় পর্যায়ের প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে সহযোগিতা করা;

৪. প্রতি ৩ মাস অন্তর উপরোক্ত বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে প্রতিবেদন প্রেরণ;

৫. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপট করতে পারবে;

এছাড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্য যেসমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলো-

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কারিগরি সহযোগিতায় ঘধঃরড়হধষ ঝঃৎধঃবমরপ চষধহ ড়ভ অপঃরড়হ ভড়ৎ ঞড়নধপপড় ঈড়হঃৎড়ষ, ২০০৭-২০১০ প্রণয়ন।
- তামাকজাত পণ্যের উপর মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে অধিক হারে কর বৃদ্ধি করা ও মূল্য নির্ধারণের জন্য নীতিমালা তৈরি করা।
- বিদ্যমান আইনের দূর্বলতাগুলো দূর করা। চর্বণযোগ্য ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহারও নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা।
- তামাকের উপর যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল গঠন করা।
- সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।

মোবাইল টিম কর্তৃক সিগারেটের সাইনবোর্ড অপসারণ, ছবি: ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

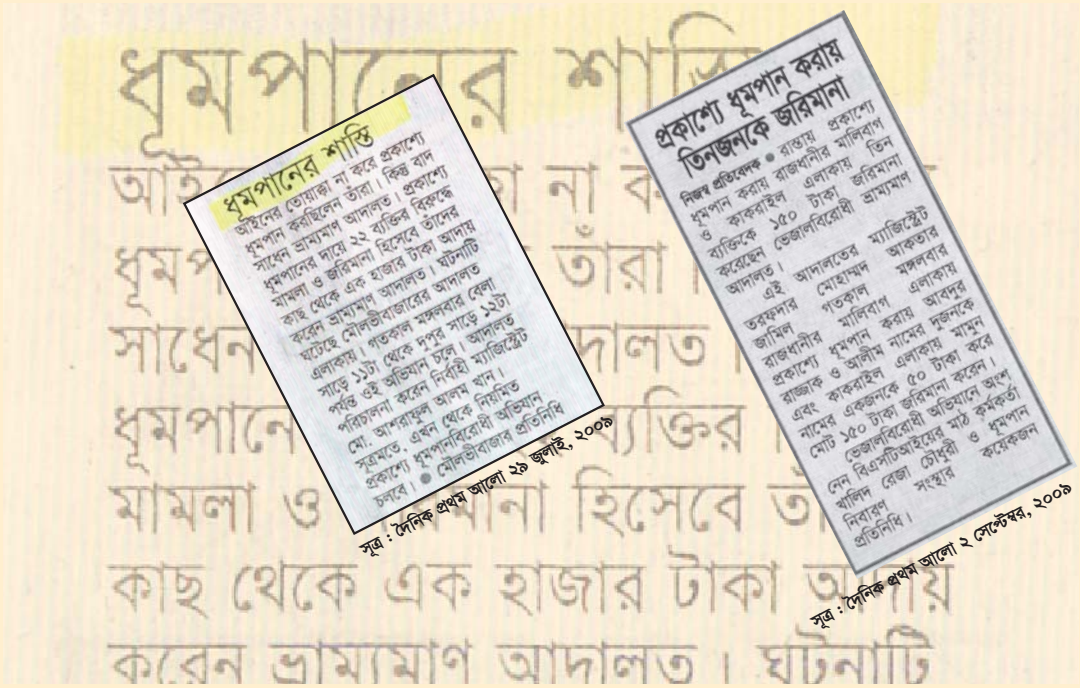

তামাকজাত পণ্যের উপর কর বৃদ্ধির ফলে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পাওয়া প্রসঙ্গ

- তামাকজাত পণ্যের উপর উত্তরোত্তর কর বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন তামকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যদিকে তেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।
- সাদাপাতা, জর্দ্দা, গুল, খৈনী এ জাতীয় সকল তামাকজাত পণ্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সুস্থ জাতি গঠন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে তামাকজাত পণ্যের উপর উত্তরোত্তর কর বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এতে একদিকে যেমন তামকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় অন্যদিকে তেমন সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে জানা যায় যে তামাকের উপর কর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যখন তামাকজাত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায় তখন জনসাধারণ তামাকজাত পণ্য কম পরিমাণে ব্যবহার করে। নীতিনির্ধারকদের অনেকেই তামাকের উপর কর বৃদ্ধি করতে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, তাদের ধারণা, এর ফলে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু তামাকের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিসহ অন্য ক্ষতির কথা বাদ দিয়ে শুধু স্বাস্থ্য ক্ষতির কারণে রাষ্ট্রের ব্যয় হিসেব করলে দেখা যাবে যে, এ ক্ষতি সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে বেশী। সিগারেটের দাম বৃদ্ধিতে কেউ কেউ ধূমপান ত্যাগ করে, কেউ কেউ এর ভোগ কমিয়ে দেয় এবং কিছু লোক অন্য সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেটের দিকে ধাবিত হয়। এতে ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং একই সাথে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে

গড়ে ১০% মূল্য বৃদ্ধিতে উচ্চ ও নিম্ন আয়ের দেশসমূহে ধূমপায়ী এবং মৃত্যুহার হ্রাসের প্রবণতা নিম্নমুখী। তামাক ব্যবহার মানুষের রোগ ও মৃত্যুর অন্যতম কারণ। তামাকজনিত রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়ঃ

- যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৩ সালে তামাকজনিত রোগের স্বাস্থ্য ব্যয় ছিল ৫৩ বিলিয়ন ডলার। শুধুমাত্র পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ব্যয় হয় ১ বিলিয়ন ডলার।
- যুক্তরাজ্যের ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ জাতীয়ভাবে প্রতি বছর ১.৭ বিলিয়ন পাউন্ড অর্থ ব্যয় হয়।
- ভারতে ১৯৯৯ সালে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসা বাবদ ৬.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হয় যা তামাকজাত পণ্য হতে প্রাপ্ত রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশি।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা যায় তামাকের উপর ১০% কর বৃদ্ধির ফলে ৪২ মিলিয়ন লোক ধূমপান ত্যাগ করবে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে ৯ মিলিয়ন লোকের জীবন রক্ষা পাবে।
- উন্নত দেশে ধূমপানের কারণে বাৎসারিক স্বাস্থ্যখাতে মোট বাজেটের ৬%-১৫% অর্থ ব্যয় হয়।
- উন্নত দেশে জিডিপির ১% তামাকজনিত রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যয় হয়। যা নিম্ন আয়ের দেশসমূহের চেয়ে বেশি।

তামাকজনিত রোগের ফলে চিকিৎসা বাবদ বাংলাদেশের সরকারকে বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হয়। তামাক গ্রহণের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যু ও কর্মক্ষমতা হ্রাসের ফলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কর বৃদ্ধির ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি তামাক ব্যবহার হ্রাস পাওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে সরকারের ব্যয় হ্রাস পায়।

বিভিন্ন দেশে তামাকের উপর কর

বিভিন্ন দেশে সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ধূমপান নিয়ন্ত্রণে সকল ধরনের তামাকজাতপণ্যের উপর উত্তোরোত্তর কর বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংকের গবেষণা ঞড়নধপপড় ঈড়হঃৎড়ষ রহ উবাবষড়ঢ়রহম ঈড়ঁহঃৎরবং-এ দেখা যায়, তামাকের উপর ১০% কর বৃদ্ধি করলে সরকারের রাজস্ব গড়ে ৭% বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাজ্যে গত তিন দশকে তামাকের উপর কর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার ফলে বৃদ্ধি তামাকজনিত স্বাস্থ্যক্ষতি বিষয়ক সচেতনতার দরুণ তামাক ব্যবহার উলেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। এর প্রভাবে প্রতি ১ভাগ ট্যাক্স বৃদ্ধিতে যুক্তরাজ্য সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে ০.৬% থেকে ০.৯%।

তামাক কোম্পানিগুলো দাবি করে থাকে তামাক অর্থনীতির জন্য ভাল। তারা রাজস্ব হারানোর এবং বেশি কর প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরে আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করে। এশিয়ার কিছু কিছু দেশ তামাকের উপর উচ্চ করারোপের মাধ্যমে রাজস্ব ও জনস্বাস্থ্যের উলেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে। পাকিস্তান, নেপাল এবং ভারতে তামাক কোম্পানিগুলো সরকারকে যে পরিমাণ কর প্রদান করে তা সরকারের কর থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্বের যথাক্রমে ৮%, ৭% এবং ৪%। বাংলাদেশে ২০০৮২০০৯ অর্থ বছরের মোট রাজস্ব আয়ের ১০.২৬% তামাক খাত থেকে এসেছে।

তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধি, দরিদ্রদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কি?

বিড়ি-সিগারেটের উপর করারোপের মাধ্যমে এর দাম এমন পর্যায়ে রাখা উচিৎ যাতে দরিদ্ররা তা কিনতে না পারে এবং তামাকের কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব আয় দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্যসহ দারিদ্র বিমোচনে ব্যবহৃত

হয়। কর বৃদ্ধির ফলে তামাক চাষী বা তামাক কোম্পানিতে কর্মরত লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন অনেকে। প্রকৃতপক্ষে, তামাকের উপর কর কম থাকার ফলে যারা লাভবান হয় তারা তামাক চাষী বা তামাক কোম্পানিতে কর্মরত লোকজন নয় বরং লাভবান হয় তামাক কোম্পানি, বিশেষ করে বহুজাতিক তামাক কোম্পানি। আর তামাকের উপর কর বাড়ালে অনেক লোক চাকরি হারাবে এটাও ঠিক নয়। কারণ কর বাড়ানো হলে লোকজন তামাক সেবন থেকে বিরত থাকবে অর্থাৎ তামাকের ব্যবহার কমবে। ফলে লোকজন অন্যদিকে তাদের অর্থ ব্যয় করবে, তারা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে, এতে অন্যান্য জিনিসের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, ফলে উৎপাদনও বাড়বে এবং উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের মানুষ যদি তামাক ব্যবহার না করে তবে ১৮.৭% চাকরি বৃদ্ধি করা সম্ভব। ডব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর 'দরিদ্রতা এবং তামাক' বিষয়ে একটি গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের তুলনায় তামাকের পিছনে বেশি অর্থ ব্যয় করছে। বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণে প্রতিদিন যে ৭০০ শিশু মারা যায় তার ৩৫০ জনকে বাঁচানো সম্ভব হবে যদি তামাকের পেছনে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তার ৬৯ শতাংশ খাবারের জন্য ব্যয় হয়।

তামাকের উপর কর ও স্বাস্থ্য সচেতনতা

তামাকের ব্যবহার হ্রাস করার লক্ষ্যে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ও কর বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রমও বৃদ্ধি করা জরুরি। কিন্তু এ ধরনের খরচ বহন করাও আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সরকারের জন্য কঠিন। তথাপি জনস্বার্থে এই কার্যক্রম পরিচালনা করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে তামাক হতে প্রাপ্ত করের একটি অংশ স্বাস্থ্যসেবা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে ব্যয় করতে সরকার অর্থ বরাদ্দ করতে পারেন। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড এবং থাইল্যান্ডে এ পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে তহবিল গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

- যুক্তরাষ্ট্রে সিগারেটের উপর ফেডারেল কর বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৩৯ সেন্ট থেকে ২ ডলার এবং কর বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত অর্থ আসবে তার অর্ধেক ব্যয় করা হবে যুক্তরাষ্ট্রে তামাক বিরোধী প্রচারণায়।
- থাইল্যান্ড পার্লামেন্টে পাস হওয়া 'থাই হেলথ ফান্ড' তামাক এবং অ্যালকোহল থেকে প্রাপ্ত করের ২% ধার্য করেছে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে ব্যয় করার জন্য।
- নেপালে ১৯৯৩৯৪ থেকে তামাকের উপর স্বাস্থ্য কর ধার্য করা হয়েছে। তামাক ব্যবহার মানুষের রোগ ও মৃত্যু ঘটায়। এই স্বাস্থ্যক্ষতির জন্য অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় তুলে নিয়ে আসা উচিত তাদের থেকে যাদের কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতি ঃ তামাকজাত দ্রব্যের উপর উত্তরোত্তর করারোপ

তামাকজাত পণ্যের উপর কর বাড়ানো এবং তার প্রয়োগের বিষয়টি জটিল নয়। সরকার তামাকজাত দ্রব্যের উপর ইতোমধ্যেই কর ধার্য করেছে কাজেই কর বাড়ানোর জন্য নতুন করে কোন প্রতিক্রিয়া দাঁড় করানোর দরকার পড়ে না। যেহেতু তামাকের বর্ধিত কর সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে কাজেই এর একটা অংশ সরকারের স্বাস্থ্যখাতে বা সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যয় হতে পারে। তামাকজাত দ্রব্যের উপর কর বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত। চলতি বছর যে করারোপ করা হলো তা তামাক ব্যবহার রোধে সহায়তা করবে কারণ করারোপের ফলে সিগারেটের দাম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু পরবর্তী বছরই হয়তো মুদ্রাস্ফীতির ফলে এবং জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সিগারেটের দাম তুলনামূলক কমে যায়। যার জন্য প্রতিবছর সিগারেটের উপর কর বাড়ানো জরুরি। বাংলাদেশে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার গড়ে ৯ ৮% কাজেই তামাকের উপর করারোপ যাতে মুদ্রাস্ফীতির উপরে থাকে সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা উচিৎ।

বাংলাদেশে করারোপের হার এবং সুপারিশ

বাংলাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের উপর করারোপের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। যেখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মতো উন্নত দেশগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণে এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে উত্তরোত্তর কর বৃদ্ধি করছে সেখানে বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত দেশে তামাকের উপর করারোপের হার খুবই নিম্ন। যুক্তরাজ্যে ৬.৫৬ ডলার মূল্যমানের ২০ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেটের উপর ৭৯%, কানাডায় ৩.৪০ ডলার মূল্যমানের এক প্যাকেট সিগারেটের উপর ৫৮%, পোল্যান্ডে ০.৯২ ডলার মূল্যমানের এক প্যাকেট সিগারেটের উপর ৬৯% এবং দক্ষিণ কোরিয়ায় ১.০২ ডলার মূল্যমানের এক প্যাকেট সিগারেটের উপর ৬৮% করারোপ করা হয়েছে। এমনকি থাইল্যান্ড এবং ভারতে কর যথাক্রমে ৭৫% ও ৫৮% ধার্য করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান অর্থবছর ২০০৯-২০১০ এ ১০ শলাকার দামী সিগারেটের যার মূল্যস্তর ৪৬.২৫ এর উপরে তার উপর কর ৭২% এবং ৭.২৫-৮.৭৫ এর উপর কর ৪৭% ধার্য করা হয়েছে।

তামাক সেবনের কারণে মানুষ আজ মারাত্মক মৃত্যুঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এ ভয়াবহ মৃত্যুঝুঁকি থেকে মানবজাতিকে বাঁচাতে হলে তামাক পণ্যের উপর উত্তোরোত্তর কর বৃদ্ধি করে এর মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক সেবনের হার কমানো অপরিহার্য।

অধ্যায় ঃ ৩

তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা

তামাক বিরোধী তৎপরতায় স্টেইকহোল্ডারদের করণীয়

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেল প্রতিষ্ঠা করা দরকার।
- দরিদ্র এদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুলের ব্যবহার ও পানের সাথে জর্দা খাওয়ার প্রবণতা অত্যাধিক। সরাসরি গ্রহণ করা হয় বলে এর স্বাস্থ্য ক্ষতিও মারাত্মক।
- তামাকের ক্ষতি ও এর ব্যবহার বন্ধ করার জন্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজে লাগানো উচিৎ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সেল গঠন ও নিয়মিত কর বৃদ্ধি ঃ কয়েকটি উপায়ে তামাক কোম্পানিগুলো সিগারেটের দাম ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখে; যেমন সিগারেটের আকার ছোট করে ও পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে, প্রকৃত আয়ের চেয়ে কম আয় প্রদর্শণ করে, কর ফাঁকি দিয়ে এবং নিজেদের ব্যবসায়িক ক্ষতি স্বীকার করে। তামাক কোম্পানির কর ফাঁকি রোধ, তামাক খাত থেকে কর বাড়ানো, মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে করের পরিমান নিরূপণ ইত্যাদি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য এনবিআরের নিয়মিত মার্কেট সার্ভে ও গবেষণা করা দরকার। প্রয়োজন হলে এই ব্যাপারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকার তামাক কোম্পানির কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তার ভিত্তিতে পণ্যের মূল্যস্তর ও কর নির্ধারণের কাজটি করে থাকে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি সেল প্রতিষ্ঠা করে এতে তামাক বিষয়ক তথ্য ও ডাটাবেজ স্থাপন করা দরকার। তামাক কোম্পানির উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে এ সেল নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে তামাকের করবৃদ্ধি, কর ফাঁকি রোধ ও সন্তোষজনক কর আদায় নিশ্চিত করবে। সরকারের মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর ২০-২৫% হারে তামাকের উপর কর বৃদ্ধি করা ও তামাক হতে প্রাপ্ত করের ৪-৬% স্বাস্থ্যসেবা ও তামাক বিরোধী প্রচারণায় ব্যয় করা উচিৎ।

বিড়ি, গুল ও জর্দ্দার উপর কর বৃদ্ধি ঃ এদেশে বিড়ি ও কমদামের সিগারেটের ভোক্তা বেশী। তাই বিড়ি ও কমদামের সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার নূন্যতম একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। তামাকজাত অন্যান্য পণ্য যেমন গুল, জর্দ্দা ইত্যাদি পণ্যের উপরও নিয়মিত কর বৃদ্ধি করা জরুরি। দরিদ্র এদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে গুলের ব্যবহার ও পানের সাথে জর্দ্দা খাওয়ার প্রবণতা অত্যাধিক। সরাসরি গ্রহণ করা হয় বলে এর স্বাস্থ্য ক্ষতিও মারাত্মক। সারাদেশের ছোট ছোট বিড়ি-সিগারেট, জর্দ্দা ও

গুল ফ্যাক্টরিকে তালিকাভূক্ত করে তাদের উৎপাদিত পণ্যকে করের আওতায় আনা উচিৎ। যদিও এরই মধ্যে জর্দ্দা ও গুল মূসকের আওতায় এসেছে কিন্তু এর উৎপাদকদের মধ্যে কর ফাঁকির হার বেশী। তামাকের মোথা ও শিকড়ের ব্যবহার, কম দামের তামাক, শ্রমিকদের স্বল্প মজুরী, যৎসামান্য কর প্রদান ও কর ফাঁকির কারণে এ সকল পণ্যের উৎপাদন খরচ কম পড়ে। বিড়িসিগা রেটের মত গুল ও জর্দ্দাতেও ব্যান্ডরোল ব্যবহারের নিয়ম চালু করলে এ খাত থেকে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়তে পারে। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে যেখানে সিগারেট থেকে রাজস্ব আয় ৫১২২.৯৭ কোটি টাকা সেখানে বিড়ি থেকে রাজস্ব আদায় মাত্র ২৬৬.৬৪ কোটি।

বিড়ি, গুল ও জর্দ্দা ফ্যাক্টরীর কাজের পরিবেশের উন্নয়ন ঃ তৃণমূল পর্যায়ের সকল বিড়িসিগা রেট, জর্দ্দা, গুলসহ তামাকপণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক ক্ষতি মারাত্মক। এ সকল ফ্যাক্টরীর কাজের পরিবেশ উন্নত করা ও শ্রমিকদের মাস্ক, গ্লাবস, চশমা পরিধান বাধ্যতামূলক করা জরুরি।

তামাকনির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনে কড়াকড়ি আরোপ ঃ নতুন তামাকনির্ভর শিল্প স্থাপনে কড়াকড়ি ও তৃণমূল পর্যায়ের বিড়িসিগা রেট, জর্দ্দা ও গুল উৎপাদক তামাক কোম্পানির মালিকদের বিকল্প শিল্প স্থাপনে সহজ শর্তে ঋণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করা উচিৎ।

তামাক্লবি রোধী প্রচারণায় ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবহার ঃ তামাকের ক্ষতি ও এর ব্যবহার বন্ধ করার জন্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজে লাগানো উচিৎ। যদিও ইসলাম ধর্মে তামাক সেবন নিষিদ্ধ তবুও আলেম্লওলামা, পীর্লমাশা য়েখগণ পানের সাথে সাদাপাতা, জর্দ্দা সেবন করেন। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই ধর্মপ্রাণ। ধর্মীয় নেতৃস্থানীয়দের কাছ থেকে কোন বাধার সম্মূখীন না হওয়াতে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ এটাকে ধর্মবিরোধী মনে করে না। ধর্মীয় নেতৃস্থানীয়দের মাধ্যমে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্বন্ধে ভক্তদের নিকট বক্তব্য তুলে ধরা গেলে তা খুবই কার্যকর হতে পারে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীনে ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতেও তামাক বিষয়টি সংযুক্ত করা যায়। এর মাধ্যমে ইমামদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে মসজিদে জুম্মার আলোচনায় তামাকের ক্ষতি এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর ব্যবহার বিষয়ে মুসল্লীদের কাছে বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। পাশাপাশি মন্দির, গীর্জা ও অপরাপর উপাসনালয়ের মাধ্যমে ভক্তদের কাছে তামাক বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে।

মন্ত্রণালয়ের প্রচার ঃ তথ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে তামাক বিরোধী আইন ও এর স্বাস্থ্য ক্ষতি সম্বন্ধে প্রচারণা চলালে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাক ও এর ক্ষতিকর দিক বিষয়টি সংযুক্তকরণ ঃ সরকারের সকল প্রশিক্ষণ কারিকুলামে তামাক ও এর ক্ষতিকর দিক বিষয়টি সংযুক্ত করা আশু প্রয়োজন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অধীনে যুব প্রশিক্ষণে ইতিমধ্যে তামাক ও এর ক্ষতিকর বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে। সরকারের নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণে বিষয়টি সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

- পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে;
- পিএসসি ছাড়া সরকারের অন্যান্য বিভাগে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে;
- বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে;
- প্রাইমারি শিক্ষক প্রশিক্ষণে;
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অধীন প্রশিক্ষণে;

তামাকমুক্ত ঘোষণা ও প্রচার ঃ বঙ্গভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সচিবালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরসহ সরকারের অনেক দপ্তর ও ভবন তামাকমুক্ত। আইনে পাবলিক প্লেস হিসাবে ব্যাখ্যা করা হলেও সকল সরকারি অফিস্লআদালত, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে তামাকমুক্ত ঘোষণা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশনা ও তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে তামাক আইন বাস্তবায়নের কাজ যুক্তকরণ ঃ জেলা ও উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির কাজের একটা বিষয় হতে পারে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন। এ দু'টি কমিটিতে সরকারি পর্যায়ের সকল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা জড়িত থাকে। প্রতিমাসে নিয়মিত এ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ দু'টি কমিটির মাধ্যমে তামাক আইন বাস্তবায়ন ও তামাক বিরোধী তৎপরতায় গতি সঞ্চার করা যায়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে তামাক আইন বাস্তবায়নের কাজ যুক্তকরণ ঃ পৌরসভা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও সকল জনপ্রতিনিধিদের পরিষদ পরিচালনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়ভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন বিষয়ক একটি কমিটি রয়েছে। কমিটি তামাক আইন বাস্তবায়ন ও এতদবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে তামাক আইন বাস্তবায়ন ও এতদবিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এবিষয়ে কাজের সমন্বয়ের জন্য জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্সের সাথে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার তামাক বিরোধী কাজের সাথে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রধানদের সমন্বয় আবশ্যক।

বাস ও মার্কেট মালিক সমিতির করণীয় ঃ বাস টার্মিনালগুলো সাধারণতঃ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার আওতাধীন। এর সাথে সংশ্লিষ্টরা তাদের দোকান, মার্কেট, হাট্টবাজার ইজারা, ট্রেড লাইসেন্স ইত্যাদি সূত্রে সাধারণতঃ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত। তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিজে বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে যৌথভাবে বাস ও দোকান মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বাস, দোকান, মার্কেট, হাট্টবাজার ও ধূমপানমু ক্ত করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নদীপথ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিওটিএ)র তামাক আইন বাস্তবায়নে করণীয় ঃ বিআইডব্লিওটিএ কর্তৃপক্ষ লঞ্চ ও স্টিমার মালিক সমিতিকে ধূমপানমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারেন। লঞ্চ ও স্টিমার বাহন হিসাবে সুপরিসর ও সর্বদায় বাতাস প্রবাহমান থাকায় লঞ্চ ও স্টিমারকে পুরোপুরি ধূমপানমুক্ত করা দুরূহ তাই বিআইডব্লিওটিএর নির্দেশনার মধ্যে ধূমপায়ীদের ধূমপানের জন্যে পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী ও এনজিওদের করণীয় ঃ

- তামাক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা, মিডিয়াতে প্রকাশ করা।
- কর্তৃপক্ষকে আইন প্রয়োগে সম্ভব সকল প্রকার সহযোগিতা করা।
- এনজিওদের চলমান কর্মসূচী যেমন্ন ক্ষুদ্র ঋণ, পুষ্টি দূরীকরণ কর্মসূচী, নারী ও শিশু উন্নয়ন কর্মসূচীতে তামাক ও এর ক্ষতিকারক দিক নিয়ে আলোচনা করা।

- ❖ নিজ প্রতিষ্ঠান ও অফিস ধূমপানমুক্ত এবং অন্যান্য সংগঠনকে ধূমপানমুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ❖ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এফসিটিসি'র পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য এড্যাভোকেসী কার্যক্রম হাতে নেয়া।
- ❖ তৃণমূল পর্যায়ের সংস্থাগুলোকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ❖ সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ প্রকাশ করা।

বাংলাদেশে তামাক বিরোধী কার্যক্রম

তামাকের ক্ষতি থেকে বাঁচতে যেটা প্রয়োজন সেটি হলো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তামাক ব্যবহার বিরোধী প্রচারণা গড়ে তোলা এবং তামাক বিরোধী আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্টদের চাপ ও সহযোগিতা করা। আজ সিগারেটের বিজ্ঞাপনে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' এই বাক্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং আইন প্রণয়ন করতে আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক) ও কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর আন্দোলন কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। আমরা ধূমপান নিবারণ করি (আধূনিক) এদেশে তামাক বিরোধী কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

'আধূনিক' ও জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম

আমাদের দেশের ক্ষণজন্মা কয়েকজন ব্যাক্তির মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক নুরুল ইসলাম একজন। একজন জনদরদী সফল চিকিৎসক অধ্যাপক নুরুল ইসলাম তামাকমুক্ত সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি ১৯৮৭ সালে 'আধূনিক' (আমরা ধূমপান নিবারণ করি) নামের একটি জাতীয় ধূমপান বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলেন। বস্তুতঃ 'আধূনিক' প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধূমপান বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। এর কার্যালয় গুলমেহার, ৬৩ সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন্ন ৮৬১৪৯৫৯, ৮৬১৪৪০০, ফ্যাক্স- ৮৬১৮৩০০।

'আধূনিক' এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ধূমপান এবং তামাক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলা, ধূমপান ও সব রকমের তামাক সেবন নিরুৎসাহিত করা, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে ধূমপানের অভ্যাসের উপর জরিপ চালানো, ধূমপানের ফলে ভ্রুণ, নবজাতক এবং শিশুদের ক্ষতি সম্পর্কে পিতামাতা কে সজাগ করে তোলা, তামাক চাষ এবং তামাকজাত পণ্য উৎপাদন নিরুৎসাহিত করা এবং এর বিকল্প ব্যবস্থার প্রস্তাব দেওয়া, ধূমপান সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশনা, আলোচনা, সেমিনার, আন্দোলন ইত্যাদির আয়োজন করা, রেডিও এবং টেলিভিশনে ধূমপান বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরা, ধূমপান থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলিকে সব ধরনের উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নিতে বলা, দেশের বাইরে ধূমপান বিরোধী অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা, ধূমপান বিষয়ক আলোচনার ব্যবস্থা এবং পুরষ্কার প্রবর্তন করা । সংস্থার উপরোল্লিখিত লক্ষ্য এবং আদর্শ পরিপূরনের জন্য অন্য সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

'আধূনিক' এর কর্মকান্ড দেশেবি দেশে প্রশংসিত। ধূমপান বিরোধী আন্দোলনে অবদানের জন্য 'আধূনিক' ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সনদ ও মেডেল লাভ করে এবং এর নেতৃত্বদানকারী অধ্যাপক নুরুল ইসলাম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালকের বিশেষ পদক লাভ করেন।

বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত যুগান্তকারী 'ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫' প্রণয়ণের ক্ষেত্রে 'আধূনিক' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে 'আধূনিক' এর প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম তামাকের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

১৯৮৮ সালে প্রণীত হয় তামাকজাত সামগ্রীর বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন। এই আইনের বলেই সিগারেট কোম্পানিগুলো সিগারেটের প্যাকেটে 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' শব্দটি লিখতে বাধ্য হয়েছিল। তবে এই বাক্যটির সঙ্গে সিগারেট কোম্পানি আরেকটি বাক্য জুড়ে দিত- 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ'; যদিও এটি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণীত হয়। এ আইন প্রণয়নে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তামাক নিয়ন্ত্রণে আপনি কি করতে পারেন

১) নিজে তামাক ও ধূমপান করা থেকে বিরত থাকুন। ২) আপনার নিজ বাড়ি ধূমপানমুক্ত করুন। অতিথিদের বাড়িতে এসে ধূমপান না করার জন্য বলুন এবং আপনার বাড়ি ধূমপানমুক্ত বোঝানোর জন্য স্টিকার বা সাইন লাগিয়ে রাখুন। ৩) আপনার ঘরে কোন ছাইদানি রাখবেন না এবং শালীনতার সাথে অতিথিকে বাড়িতে ধূমপান না করার জন্য বলুন। ৪) পানের সাথে তামাক পাতা, জর্দ্দা ব্যবহারের সামাজিক রীতি পরিহার করুন এবং অন্যদেরকেও পরিহার করতে উৎসাহী করুন। ৫) আপনার দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় ধূমপানমুক্ত স্থানকে প্রাধান্য দিন। ধূমপানমুক্ত যানবাহনে যাতায়াত করুন। খাওয়া বা কেনাকাটার ক্ষেত্রে ধূমপানমুক্ত স্থানকে প্রধান্য দিন। ৬) আপনি আশেপাশের লোকজনকে ধূমপান বা তামাক ব্যবহার না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। ৭) তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে সমর্থন করুন এবং এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করুন।

কর্মস্থলে যা করতে পারেন

আপনার অফিসকে ধূমপানমুক্ত করার বিষয়ে অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করুন। যদি আপনি একজন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী অথবা যেকোন পেশারই হোন পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে যে সব লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয় তারা ধূমপায়ী কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যদি তাঁরা ধূমপায়ী হন তাহলে তাদেরকে ধূমপানের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে অবহিত করুন ও ধূমপান ত্যাগ করতে উৎসাহিত করুন। যদি কোন ধূমপায়ী ইতোমধ্যে ধূমপান ছেড়ে দেন তাহলে তাঁকে এরকম একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাধুবাদ জানান।

কেউ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করলে আপনি যা করতে পারেন

পাবলিক পেস/পাবলিক পরিবহণে কেউ ধূমপান করলে তাকে বিনীতভাবে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকতে বলুন। কারণ এ সকল স্থানে ধূমপান করা দণ্ডনীয় অপরাধ। এছাড়াও–

- ❖ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা সংশি-ষ্টকর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারেন;
- ❖ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অবহিত করতে পারেন;
- ❖ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে অবহিত করতে পারেন;
- ❖ পত্র-পত্রিকায় চিঠি লিখে বিষয়টি তুলে ধরতে পারেন;
- ❖ আপনার এলাকার তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনকে জানাতে পারেন।

ধূমপান ছাড়তে করণীয়

ধূমপায়ীরা নিকোটিনের দ্বারা গভীরভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে যার কারণে ধূমপান ছেড়ে দিতে চাইলেও অনেকে তা পারে না। আবার দীর্ঘদিন ধূমপান করেও অনেক ধূমপায়ী ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। ধূমপান ছাড়ার জন্য প্রয়োজন জোরালো ইচ্ছেশক্তি। তবে সচরাচর একবার আসক্ত হয়ে পড়লে সহজে এ পথ থেকে ফেরা সম্ভব হয় না নেশাসক্তির কারণে। নেশা যে খুব মারাত্মক এক ব্যাধি একথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

- যারা ধূমপান ছেড়েছে তাদের সাথে ধূমপান ছাড়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ঠদের সাথে এ বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করতে হবে। ধূমপান ছাড়ার জন্য সবার সহযোগিতা নিতে হবে।
- যেসব জায়গায় গেলে ধূমপান করতে ইচ্ছে হয়, সেসব জায়গায় যাওয়া বন্ধ করতে হবে।
- ঘরের সব সিগারেটের প্যাকেট, ছাইদানি এবং লাইটার বা ম্যাচ ফেলে দিতে হবে।
- কখনো ধূমপানের চিন্তা করা যাবে না। ধূমপানের চিন্তা এলেই অন্য কোনো কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে হবে।
- মুখে আমলকি, সুপারি, চুইংগাম বা লজেন্স রাখা যেতে পারে।

শিশুকে তামাকমুক্ত রাখার জন্য করণীয়

- পরিবারে শিশুর জন্য ধূমপান ও তামাকবিমুখী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- ধূমপান ও তামাক যে ক্ষতিকারক, শিশুকে সে শিক্ষা দেয়া।
- কোন শিশু যাতে তামাক ক্রয় ও বিক্রয় করতে না পারে সংশ্লিষ্টদের তা নিশ্চিত করা।
- তামাক চাষ, শুকানো এবং বিড়ি, জর্দ্দা ও গুলের কারখানায় শিশু শ্রম বন্ধ ঘোষণা করা।

ধূমপান ছাড়ার একটি গল্প

আমি আলী আহমদ, বয়স ৬১, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য, সিগারেট ধরেছিলাম পড়াশুনা শেষে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর। সওদাগরী জাহাজের এক কর্মকর্তা আমার বন্ধু, একদিন ডানহিলের আকর্ষণীয় একটি প্যাকেট খুলে খুব সাধাসাধি করায় একটা সিগারেট নিয়েছিলাম। এরপর যে ক'দিন সে ঢাকায় ছিল তার সাধাসাধিতে আমি গোটা কয়েক সিগারেট ফুঁকেছি। সেবার জাহাজ যাত্রার পূর্বে সে আমার জন্য এক প্যাকেট সিগারেট রেখে গিয়েছিল।

মাস কয়েক পরে আবার যখন সে ফিরে আসে তখন সিগারেট নিতে আমাকে আর তেমন সাধাসাধি করতে হয়নি। আর এবার কাজে ফিরে যাবার সময় এক কার্টন ডানহিল সিগারেট দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। ঐ কার্টন শেষ হবার পর কখন যে একটা দুটো করে সিগারেট কেনা শুরু করি খেয়াল নেই। হয়ে গেলাম পুরোদস্তুর ধুমপায়ী।

কিন্তু অভ্যাসটা যে ভাল নয়, এমনকি প্রচন্ড ক্ষতিকর, সে সচেতনতা আমার ছিল। আমেরিকার মাসিক ম্যাগাজিন জবধফবৎং' উরমবংঃ তখন নিয়মিত পড়তাম। প্রতিটি সংখ্যায় ধূমপানের ক্ষতিকারক দিক নিয়ে একটা নিবন্ধ থাকতো। এর প্রভাবে সিগারেট ছাড়বো ভেবেছি সব সময়। চেষ্টাও করেছি দুয়েকবার। কিন্তু সম্ভব হয়নি।

সম্ভব অবশেষে হয়েছে। তারিখটি সুস্পষ্টই মনে আছে। ১৬ জুলাই, ১৯৮৩, সন্ধ্যার পর বসার ঘরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে নিত্যদিনকার অভ্যাস মত একটি সিগারেট ফুঁকে তার শেষাংশ ছাইদানিতে নিবিয়ে আরেকটি সিগারেট টানছিলাম। আমার বড় ছেলে তখন বছরখানেক বয়সী। টুক টুক করে হাঁটে। সেন্টার টেবিল প্রায় তার মাথা সমান উঁচু। সে ছাইদানীতে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশ উঠিয়ে নিয়ে আমার অনুকরণে ঠোঁটে লাগিয়ে ধুয়া বের করার চেষ্টা করতে লাগল। দেখলাম। তাকে নিবৃত্ত করলাম। কিন্তু ভাবলাম, দোষ তো আমারই! সারা রাত ঘুম হয়নি। আমার ছেলেও এই অত্যন্ত ক্ষতিকারক অভ্যাসের শিকার হোক তা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। ঠিক করলাম কিছুতেই আর এ বদভ্যাস বজায় রাখব না। দু'তিনটি সিগারেট অবশিষ্ট ছিল প্যাকেটে। সিগারেটসমেত প্যাকেটটি ছুঁড়ে ফেললাম ডাস্টবিনে। পরদিন ১৭ জুলাই, ১৯৮৩ থেকে আজ অবধি আর কোন সিগারেটই টানিনি। ছাড়তে কষ্ট হয়েছে অনেক কিন্তু আমার সন্তানকে এই ক্ষতিকর নেশা থেকে বাঁচানোর জন্য তা কিছুই নয়। আমার সন্তান ও পরিবারের কেউই আমরা ধূমপায়ী নই।

দ্বিতীয় খন্ড

অধ্যায় ঃ ৪
তামাক বিরোধী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধকরণ

তামাকের ব্যবহার হ্রাস করার জন্য জনসচেতনতার কোন বিকল্প নাই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তামাক-বিরোধী সচেতনতা কার্যক্রম সংগঠিত করে এ কাজের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে তথ্য, জ্ঞান ও কৌশল সম্বন্ধে অবগত করে একে সামাজিক আন্দোলনে রূপ দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে নিরক্ষর, দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে ব্যাপকভাবে তামাকের ক্ষতি বিষয়ে সচেতন করে তোলা আজ জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি।

তামাক বিরোধী কোন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য যারা তামাক সেবন করে না তাদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন কেননা ধূমপান না করেও তারা পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। জনসাধারণকে এ সমস্ত কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে স্বাস্থ্য সচেতন করা সম্ভব। কিন্তু এ সমস্ত কর্মসূচীতে ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা।

সমস্যা চিহ্নিতকরণ

আমাদের চারপাশে এমন আনেক সমস্যা রয়েছে যা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আমরা চাইলে এ সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি আবার এ সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব নিতে পারি। নিম্নে এমন কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হলো যা আমাদের সকলের চারপাশে সংঘটিত হচ্ছে -

ট্রাফিক জ্যাম ও রাস্তায় ধূমপান

বন্যা

ঘূর্ণিঝড়

গাড়ির কালো ধোঁয়ায় পরিবেশ দুষণ

এ সমস্যাগুলোর ব্যাপারে আমরা কী করতে পারি ?

- আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা ডায়েরীতে লিখতে পারি;
- দৈনিক পত্রিকায় নিবন্ধ বা চিঠিপত্র বিভাগে পত্র লিখতে পারি
- টিভি বা মিডিয়াতে যোগাযোগ করে তাদের দিয়ে রিপোর্ট করাতে পারি
- পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীদের সাথে আলোচনা করে তাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিকারে উদ্যোগ নিতে পারি;
- প্রচার ও সচেনতনতা বৃদ্ধি করতে পারি;
- ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে মানববন্ধন বা প্রতিকী অনশন করতে পারি;
- যারা সমস্যার জন্য দায়ী তাদের সাথে বৈঠক করে সমস্যা সমাধানে করণীয় বের করতে পারি;
- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্টিশীল ভাবনা ও এর সমাধান খুঁজে বের করতে পারি;
- তহবিল সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি;
- সমস্যা সমাধানে মধ্যস্থতাকারী নির্ধারণ করতে পারি;
- এবিষয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে পারি;
- নতুন এবং প্রয়োজনীয় আইন তৈরীতে প্রচারণা, সংশ্লিষ্টদের চাপ ও সহযোগিতা করার পদক্ষেপ নিতে পারি।

এ সমস্যাসমূহের মধ্যে আমরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়কে বেছে তার দিকে মনোনিবেশ করতে পারি। যেমন তামাক ও এর ক্ষতিকর প্রভাব। আমরা যদি এ সমস্যা নিয়ে কাজ করতে চাই তবে তার জন্যে কেন উদ্যোগী হব না? কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে কোন কার্যক্রম হাতে নেয়া হলে তার মাধ্যমে অনেক বেশী মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা সম্ভব। যেহেতু সিগারেট কোম্পনিদের মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে তরুণ সমাজ তাই তরুণদের অংশগ্রহণে তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে তার মাধ্যমে একদিকে তাদেরকে তামাক থেকে দূরে রাখা সম্ভব অন্যদিকে কমিউনিটি মোবিলাইজেশনে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

একটি স্কুল/কলেজ-ভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী

মাদকাসক্তির শুরু ধূমপান থেকে। সাধারণত উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ধূমপান শুরু করে। একটি স্কুল/কলেজ -ভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী দু'ভাবে হতে পারে, যেমন এক) স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা কর্মসূচী হাতে নিবে, দুই) অথবা স্কুলের বাহিরের কোন সংগঠন তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পৃক্ত করবে।

স্কুল/কলেজ-ভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, সম্ভাব্য ফলাফল ও করণীয়

তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ	*সম্ভাব্য ফলাফল*	*করণীয়*	*পার্টনার ও স্টেকহোল্ডার*
১. স্কুল/কলেজ ভিত্তিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী গ্রহণ। ২. তরুনদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। ৩. ধূমপান ছাড়ার জন্য চিকিৎসা ও সংশ্লিষ্ট সহায়তা প্রদান কর্মসূচী। ৪. পাবলিক প্লেসে ধূমপান বিষয়ক আইনগত নিষেধাজ্ঞার কার্যকর প্রয়োগ। ৫. ধূমপানমুক্ত কর্মস্থল সৃষ্টি। ৬. প্রশিক্ষণ কর্মসূচী এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাদির সম্প্রসারণ। ৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ ওয়েব সাইট এবং উদাহরণ সৃষ্টিকারী কাজ বিষয়ক তথ্য প্রদান কেন্দ্র গড়ে তোলা।	১. তরুণ প্রজন্মের মাঝে ধূমপান শুরু করার প্রবণতা হ্রাস। ২. তামাক নিয়ন্ত্রণ তৎপরতায় তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ। ৩. ধূমপায়ীদের মাঝে ধূমপান ত্যাগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি। ৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ তৎপরতায় জড়িতদের নিজ গৃহ, বিদ্যালয় এবং পাবলিক প্লেসে ধূমপান বন্ধ। ৫. কর্মস্থলে পরোক্ষ ধূমপানের সম্ভাবনা হ্রাস। ৬. ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে তামাক-বিরোধী কর্মসূচী বাস্তবায়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি। ৭. ক) উদাহরণ সৃষ্টিকারী কাজের তথ্যের সহজলভ্যতা খ) জনসাধারণের উন্নত স্বাস্থ্য গ) জনসাধারণের চিকিৎসাখাতে অর্থের সাশ্রয়।	১. কর্মসূচীর জন্য অব্যাহত অর্থ যোগান। ২. ভালো কাজ যা অন্যের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে তা নিরূপনের জন্য গবেষণা। ৩. অগ্রাধিকার নির্ণয় ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। ৪. সাধারণ মানুষের সাথে পরামর্শ। ৫. তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রদান। ৬. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। ৭. সময়মত মনিটরিং করে কাজের প্রভাব, কার্যকারিতা ও বাজেট বাস্তবায়নের যথার্থতা সংশ্লিষ্টদের কাছে তুলে ধরা। ৮. নিউজলেটার, কর্মশালা কনফারেন্স এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তামাক বিরোধী কাজের সাফল্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা।	তামাক নিবারণ, ত্যাগ এবং তামাকের ক্ষতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের দক্ষতা ও প্রত্যয়, স্বাস্থ্য-পেশাজীবী, শিক্ষকমন্ডলী, কর্মজীবী, প্রচারমাধ্যম, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং অন্যান্যদের সহায়তা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান থেকে দূরে রাখা গেলে তা ভবিষ্যতে তামাক-জনিত মৃত্যু ও অসুস্থতা হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তামাক নিয়ন্ত্রণ তৎপরতার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি আদর্শ ক্ষেত্র। স্কুল/কলেজ ভিত্তিক তামাক নিবারণ কর্মসূচীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা চিহ্নিত করেছে ঃ

- ❖ তামাকের অভ্যাস বিষয়ে একটি স্কুল/কলেজ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- ❖ তামাকের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘ-মেয়াদী শারীরিক ক্ষতি এবং তামাক ব্যবহারের সামাজিক পরিণতি, সমবয়সীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'না' বলার কৌশল শিখনো।
- ❖ কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে তামাক, মাদক, এইডস ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হলে এ সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠে।
- ❖ কর্মসূচী অনুসারে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ❖ তামাক ব্যবহার নিবারণের জন্য স্কুল/কলেজ-ভিত্তিক কর্মসূচীতে পিতা-মাতা, অভিভাবক এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের যুক্ত করা।
- ❖ ছাত্র ও তামাক ব্যবহারে অভ্যস্ত স্কুলের শিক্ষক ও স্টাফদের তা ত্যাগ করতে সহায়তা করা।
- ❖ তামাক-নিবারণ কর্মসূচী নিয়মিত তদারকি ও মূল্যায়ন করা।

তামাক নিবারণ সংক্রান্ত স্কুল/কলেজ-ভিত্তিক কর্মসূচীর আরো যে দুটি দিক বিবেচনায় রাখা দরকার, তা হলো : (ক) স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পার্টনারশীপের মাধ্যমে কাজ করা এবং (খ) ছাত্রদের তামাক নিবারণ সংক্রান্ত কর্মসূচী বা অন্য যে কোন কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকি ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকের কথার মূল্য যথেষ্ট। তারা শিক্ষকের কথাকে শিরোধার্য মানে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তামাক বিরোধী কর্মসূচীতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা গেলে তা অনেক বেশী কার্যকর হতে পারে। উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রদের সঙ্গ বাড়ে এবং তারা বয়সে বড় ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে শুরু করে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো সিগারেট ফুঁকে।

তামাক নিয়ন্ত্রণের ফলপ্রসু স্কুল-ভিত্তিক শিক্ষামূলক প্রচারাভিযানের বৈশিষ্ট্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তামাক বিরোধী কার্যক্রম ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কমিউনিটির অংশগ্রহণে হওয়া উচিৎ। কার্যক্রমটি গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে যাতে অন্যত্র ছড়িয়ে পরতে পারে তার জন্য মিডিয়ার কাভারেজ নিশ্চিত করা আবশ্যক। ফলপ্রসু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তামাক-বিরোধী কর্মসূচী বা প্রচারণার ফলাফল নিম্নরূপ।

- ❖ ছাত্র-শিক্ষক, স্টাফ, অভিভাবক, কমিউনিটি ও ভিজিটরদের সমানভাবে সম্পৃক্ত করবে।
- ❖ নবীণ প্রবীণ সকল ধূমপায়ীদের জন্য কতোটা ক্ষতিকর তা তুলে ধরবে।
- ❖ সমবয়সীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নেতৃত্বদান উৎসাহিত করবে।
- ❖ ধূমপান প্রত্যাখান করার কৌশল শিখাবে।
- ❖ ধূমপান শুরু করার পেছনে সামাজিক প্রভাবের দিক নিয়ে আলোচনা করবে।
- ❖ ধূমপানের তাৎক্ষণিক ক্ষতি যেমন হলদে দাঁত, দূর্বল স্বাস্থ্য এবং নিঃশ্বাস গ্রহণে সমস্যা ইত্যাদি দিকগুলি বিশেষভাবে তুলে ধরবে।
- ❖ ধূমপান না করার সুবিধাগুলি তুলে ধরবে।
- ❖ মাদকাসক্তি, পরোক্ষ ধূমপান এবং তামাক কোম্পানির ভিন্নধর্মী প্রচারণা সম্পর্কে ধারণা দিবে।

একটি কার্যকর "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তামাকমুক্ত নীতি"

- ❖ প্রথমে বিদ্যমান দৃষ্টান্ত এবং স্কুলের বাস্তবতা বর্ণনার মাধ্যমে তামাকের ব্যবহার রোধ ও হ্রাস করার প্রাসঙ্গিক যুক্তি স্থাপন করবে।
- ❖ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মাঝে আবশ্যকীয় সমন্বয় বিধান করবে।
- ❖ ছাত্র, শিক্ষক, স্কুল স্টাফ, অভিভাবক, ভিজিটর ও অনান্য কমিউনিটি সদস্যদেরকে এ নীতি সম্পর্কে অবগত করবে।
- ❖ নবীন ও প্রবীণ সকলের বেলায় তামাক ব্যবহারের ক্ষতি ও পরিণতি বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত করবে।
- ❖ স্কুল বা কলেজ প্রাঙ্গন, কলেজের যানবাহন, ক্যান্টিন এবং স্কুল বা কলেজের আয়োজনে অনুষ্ঠিত কোন কার্যক্রমে ছাত্র, শিক্ষক, স্কুল স্টাফ, অভিভাবক এবং ভিজিটর কর্তৃক ধূমপান নিষিদ্ধ করবে।
- ❖ স্কুল বা কলেজ ভবন, এর আশপাশ, প্রকাশনা এবং নিজস্ব সম্পত্তিতে তামাকের বিজ্ঞাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবে।
- ❖ নিজস্ব সম্পত্তিতে তামাকজাত পণ্য বিক্রয় বা লেনদেন নিষিদ্ধ করবে।
- ❖ স্কুল বা কলেজের সকল ছাত্র, শিক্ষক, স্টাফ ও সংশ্লিষ্টদের ধূমপান ত্যাগ করতে সহায়তা প্রদান করবে।
- ❖ নীতি কার্যকর করার ধারা নির্দিষ্ট করবে (বিধান, অভিযোগের পদ্ধতি ইত্যাদি)।
- ❖ অগ্রগতি যাচাই এবং ফলাফল মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রণয়ন করবে।
- ❖ নীতি বাস্তবায়ণ ও মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তি অথবা কমিটি গঠন করবে।

"প্রতিদিন বিশ্বে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ কিশোর/যুবক তামাক ব্যবহার শুরু করে। কিশোর/ যুবক ধূমপায়ী হিসাবে সিগারেট কোম্পানির কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংখ্যার দিক থেকে তারাই প্রধানত বাজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং যুবকরা একবার যে ব্র্যান্ড পছন্দ করে তা সারা জীবন চালিয়ে যায়"

একটি কলেজভিত্তিক তামাক-বিরোধী কর্মসূচী- 'বন্ধু মোরা ক'জনা'

মহানগর ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র রাসেল। সে তার এক বন্ধুর আমন্ত্রণে ইয়ুথ এগেইনষ্ট হাঙ্গারের তামাক বিষয়ক একটি কর্মশালায় যোগ দেয়। কর্মশালায় তাকে অন্যান্য ডকুমেন্টসের সাথে ২০০৫ সালে প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি কপি দেয়া হয়। কর্মশালা থেকে সে জানতে পারে, পাবলিক প্লেসে তামাক সেবন নিষিদ্ধ। সে রাত্রিতে বারবার আইনটি পড়ে। সে চিন্তা করতে থাকে কী করা যায়। পরদিন কলেজে সমাজ বিজ্ঞানের রফিক স্যারের সাথে এ বিষয়ে কথা বলে। রফিক স্যার সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে কলেজে প্রভাষক হিসাবে যোগ দিয়েছে। সদালাপী ও বন্ধুবৎসল রফিক স্যারের ছাত্রদের সাথে বন্ধুর মত সম্পর্ক। স্যার ধূমপায়ী নন। তিনি রাসেলকে বেশ পছন্দ করেন। রাসেল এ বিষয়ে কাঞ্চন ও মেহেদীর সাথে আলাপ করে। তাদের নিয়ে স্যারের সাথে কথা বলে। রাসেল রফিক স্যারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি কপি প্রদান করে। স্যারকে বলে–স্যার আমাদের কলেজের এটা নিয়ে কিছু করা যায় কি? স্যার বলেন কলেজের ভিতরে তো কোন ছাত্র ধূমপান করে না। কিন্তু কলেজের ক্যান্টিনে অবাধে ধূমপান হয়। কতিপয় শিক্ষকও ধূমপান করে। তোমরা দেখ ক্যান্টিনটাকে ধূমপানমুক্ত করতে পার কি না। রইছ মিঞা কলেজের খুবই পুরানো লোক। কলেজের ক্যান্টিন চালায় সে। কোন ছাত্রকে তোয়াজ করতে হবে আর কাকে ধমক দিতে হবে সেটা সে জানে। রাসেলরা রইছ মিঞার সাথে বিষয়টি তুলতেই সে রসেলদের ধমক দেয়। বলে লেখাপড়া করতে এসেছেন লেখাপড়া করেন। এসব ধূমপানমুক্ত আন্দোলন বাদ দেন।

সুবিধা করতে না পেরে রাসেলরা চলে এলো। সন্ধ্যায় রফিক স্যারকে ফোন করে স্যারের বাসায় গেল রাসেল। স্যার রাসেলের একাগ্রচিত্ত দেখে তাকে এ কাজের কিছু টিপস প্রদান করলো। তার ভিত্তিতে পরদিন রফিক ৭ জনের একটা দল গঠন করে একটা সভা করল সেখানে তাদের কলেজ ক্যান্টিনকে ধূমপানমুক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তারা সকলে ৫০.০০ টাকা করে চাঁদা দিল। তাদের মোট সংগ্রহ দাঁড়াল ৬৫০.০০ টাকা। তারা একটা রেজুলেশন খাতা ও একটা ক্যাশবই ক্রয় করল। তাদের কর্যক্রমের নামকরণ করল "বন্ধু মোরা ক'জনা"।

রঞ্জুদের কম্পিউটার কম্পোজের দোকান আছে সে সেখান থেকে বন্ধু মোরা ক'জনা'র প্যাড তৈরী করে গোটা বিশেক। অতি উৎসাহে তার মধ্যে 'ধূমপানমুক্ত মহানগর কলেজ ক্যাম্পাস চাই' লিখে কলেজের কয়েক জায়গায় টাঙ্গিয়ে দিল। কিন্তু কলেজ ছাত্র সংসদের কতিপয় নেতা বিষয়টাকে ভালভাবে নিল না। তারা রাসেলদের ডেকে ধমক দিল। রাসেল রাতে রফিক স্যারের সাথে দেখা করে বিষয়গুলি জানাল। স্যারের মধ্যস্থতায় ছাত্রসংসদের ভিপির সাথে অধ্যক্ষের রুমে রাসেলদের সভা হয়। রফিক স্যার অধ্যক্ষকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, আইন প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা। ছাত্র সংসদের সহযোগিতাও চাইলেন। অধ্যক্ষ স্যার আইনের সূত্র উল্লেখ করে নোটিশ জারি করলেন এবং ক্যান্টিনে ধূমপান নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিলেন। রাসেলরা নিজেদের খরচে ধূমপানমুক্ত নোটিশ টাঙ্গায়। রাসেলদের খুশী যেন ধরে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কতিপয় ছাত্রনেতার প্রশ্রয়ে রইছ মিঞা ক্যাশে সিগারেট রেখে বিক্রি করে না ঠিকই কিন্তু ক্যান্টিন বয়দের মাধ্যমে বিক্রি অব্যাহত রাখে। ক্যান্টিনে ধূমপানও হয় কমবেশী।

রাসেলরা লিখিতভাবে অধ্যক্ষ স্যারের কাছে রইছ মিঞার অপতৎপরতা বিষয়ে নালিশ করে। অধ্যক্ষ স্যার রইছ মিঞাকে ডেকে এনে ক্যান্টিনের বরাদ্দ বাতিলের মৌখিক হুমকি দেয়। এতদিন কলেজের ছাত্রীরা এ কাজের সাথে যুক্ত না হলেও ক্রমে তারা উৎসাহী হয়। রাসেলদের দল ভারি হয়। এখন রইছ মিঞা কেউ সিগারেট ধরাতে চাইলে নিষেধ করে তার রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে বলে অনুনয় বিনয় করে। মেয়েরা আগে সিগারেটের ধোঁয়ায় ক্যান্টিনে বসতে পারতো না। এখন তারা স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। আড্ডা দিতে পারে। মহানগর কলেজ ছাত্র সংসদ ও বন্ধু মোরা ক'জনা'র যৌথ উদ্যোগে মে ৩১, ২০০৯ তারিখে বিশ্ব ধূমপান মুক্ত দিবসে আলোচনাসভা ও র‍্যালীর আয়োজন করে।

জনগোষ্ঠী উদ্বুদ্ধকরণের ধাপসমূহ

বন্ধু মোরা ক'জনার এ অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা জনগোষ্ঠী উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারবো।

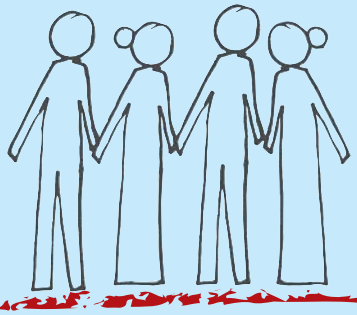

- জাতীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া
- কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা
- সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও সংরক্ষণ
- প্রচার
- অর্থ সংগ্রহ ও সাপোর্ট আদায় করা
- গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ইভেন্টে সম্পৃক্ত করা
- ইভেন্ট সংগঠিত করা
- পরিকল্পনা প্রণয়ন করা
- নিয়মিত দলের সভা করা
- দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা
- দলের সদস্যদের দক্ষতা অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা
- দল গঠন করা
- ব্যক্তির উদ্যোগী হওয়া

এক সাথে দলের একজন হয়ে কাজ করা

একা একা কোন কাজ করার চেয়ে দলীয়ভাবে কোন কাজ করার সুবিধা অনেক। দলীয়ভাবে কাজটি সহজে করা সম্ভব। তামাক বিরোধী কার্যক্রমে দলীয় প্রচেষ্টা খুবই প্রয়োজন। প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা তামাক গ্রহণ করে না তাদের খুব সহজে এই কাজে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। তামাক বিরোধী সুনির্দিষ্ট একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করা যেতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ যারা তামাক বিরোধী কার্যক্রম চালাচ্ছে তাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে তামাক বিরোধী প্রচার বা ইভেন্টকে সফল করে তোলা যায়। এর ধারাবাহিকতায় এ সকল উদ্যোগকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব।

দলের সাথে কাজ করার দশটি টিপস

১। কোন কিছু অর্জন করার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া।

২। দলের সকলকে কোন না কোন বিষয়ে অবদান রাখা। সকলের অবদান বা সক্রিয় অংশগ্রহণ যদি না থাকে তাহলে তারা দলে সম্পৃক্ত হবে না। হলেও তারা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে না।

৩। দলের প্রত্যেক সদস্যকে তাদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং তাদের পক্ষে যতটা সময় দেয়া সম্ভব সে অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদান করা।

৪। দায়িত্বশীল হওয়া। যার উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সময়ানুযায়ী সম্পন্ন করা।

৫। একজন যোগ্য নেতা নির্বাচন করা যে সকলকে তাদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে সাহায্য করতে ও কাজটি ভালভাবে করতে সক্ষম।

৬। নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর মিলিত হওয়া।

৭। কারো দায়িত্ব পালনে কোন সমস্যা হলে তার অভিজ্ঞতা দলের সাথে বিনিময় করা।

৮। যেখানে সমস্যা রয়েছে সেখানে সমস্যা উত্তরণে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।

৯। দলের সদস্যদের সাফল্য ও দায়িত্ব পালনকে মূল্যায়ন করা ও তার জন্য পরস্পরকে ধন্যবাদ জানান।

১০। কোন কারণে দল ত্যাগ না করা। দলে কোন সমস্যা হলে বা যদি দল সঠিকভাবে কাজ না করে তবে তার কারণ খুঁজে বের করে তার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিউনিটি পর্যায়ে কোন ইভেন্ট গ্রহণ করার জন্য দল গঠন

দল গঠন প্রক্রিয়া ঃ

- প্রাথমিকভাবে ৫ থেকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি দল গঠন করা যেতে পারে।
- প্রতিটি দলে দলীয় কাজে উৎসাহী, শ্রদ্ধাভাজন ও অপেক্ষাকৃত যোগ্য দেখে একজন করে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনীত অথবা নির্বাচিত করা।
- এলাকার অধুমপায়ী ও উৎসাহীদের নিয়ে দল গঠন করা।
- প্রতিটি দলের জন্য ১টি রেজুলেশন খাতা, ১টি নোটিশ খাতা এবং অর্থের হিসাব রাখার জন্য ক্যাশবই কেনা ও সংরক্ষণ করা।
- প্রতিটি দলের ১ মাস অন্তর সভা করা তবে জরুরি প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার নোটিশে সভা করা যেতে পারে।

দলের কাজ

- নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় ও আলোচনা করা।
- সেবাদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা।
- তামাক বিরোধী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোগ নেয়া।
- তামাক ইস্যুসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন তথা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা।
- সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও এর সম্ভাব্য সমাধান নিরূপণ করা।
- কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা ও কাজ শুরু করা।
- স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের নেটওয়ার্কের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

দলের সভা পরিচালনার ধাপ

- সকল সদস্য এসেছে কি না তা দেখা।
- ভূমিকা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সভা শুরু করা।
- দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পারিক পরিচিত হওয়া।
- সময় নির্ধারণ (কতক্ষন পর্যন্ত এই আলোচনা চলবে তার জন্য সময় বেঁধে দেয়া)।
- সভার সভাপতি নির্বাচন করা।
- বিগত সভার কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা ও সকলের মতামতের ভিত্তিতে তা অনুমোদন করা।
- বিগত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- সভার এজেন্ডা অনুসারে সকলের ধারাবাহিক ও খোলামেলা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- সভার কার্যবিবরণী লেখার জন্য সভার নোট রাখা ও পরে নোটের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী লিখে তাতে যিনি সভার সভাপতিত্ব করেছেন তার স্বাক্ষর নেয়া।
- সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের স্বাক্ষর নেয়া।
- সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও সভা সমাপ্ত করা।

দলে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাদের মধ্যে কিছু গুনাবলী থাকা আবশ্যক। সকল গুনাবলীই যে একজনের মধ্যে থাকবে এমন কোন কথা নেই। হয়তো কেউ নেতৃত্বের গুনাবলীসম্পন্ন বা ভাল পরিকল্পনাকারী অথচ সে হয়তো রিপোর্ট লিখতে বা হিসাব রখতে যথেষ্ট দক্ষ নন- এমনটি হতেই পারে। দলের যে সদস্য যে কাজে দক্ষ তাকে সে কাজের দায়িত্ব প্রদান করলে একটা ভাল দল গঠন করা সম্ভব হয়।

দলের সদস্যদের সম্ভাব্য দক্ষতা

- `লীয় সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করা ও নেতৃত্বের গুনাবলীসম্পন্ন;
- একজন ভালো পরিকল্পনাকারী- একটা চিন্তা বা পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম;
- সমস্যা সমাধানে দক্ষ ও একজন সৃষ্টিশীল চিন্তাবিদ, বাস্তববাদী এবং সুসংগঠিত;
- দক্ষ যোগাযোগ স্থাপনকারী, সভায় অন্যের কথা শুনতে অভ্যস্ত;
- রিপোর্ট ও কোন কিছু লেখায় দক্ষ; পোষ্টার, লিফলেট, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও গ্রাফিক্স-এর কাজে দক্ষ;
- অন্যকে প্রণোদিত করতে সক্ষম এবং মর্যাদার সাথে কাজ করতে সক্ষম;
- অর্থ লেনদেন ও হিসাব রাখার ব্যাপারে সৎ ও দক্ষ।

আমাদের দলের যার যা কাজ তা আমরা সঠিকভাবে করবো
প্রয়োজনে আমরা অন্যের সহযোগিতা নিবো

দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন

গঠনতন্ত্র হলো দল পরিচলনার নিয়মকানুন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একটি দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে সাহায্য করতে পারে। দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন অবশ্যই সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে হওয়া উচিৎ।

দলের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের ধাপ

দলের নামকরণ

↓

দল গঠনের উদ্দেশ্য

↓

কর্মএলাকা নির্ধারণ

↓

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তালিকা

↓

নতুন সদস্য নেয়ার নিয়মাবলী

↓

সদস্যপদ প্রত্যাহার এবং বাতিলের নিয়মাবলী

↓

দলের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম এবং কতদিন অন্তর

↓

দলের অর্থ লেনদেন ও ব্যাংক হিসাব পরিচালনার নিয়ম

↓

কার্যকরী কমিটির সদস্য বিশেষ করে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন ও তাদের পদত্যাগ বা অপসারণের নিয়ম

↓

কার্যকরী কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

↓

কার্যকরী কমিটির মেয়াদকাল

দলের নামকরণ

দলের নাম হতে পারে বর্ণনামূলক, যেমন- 'প্রথম আলো বন্ধুসভা', 'বন্ধু মোরা ক'জনা'
স্লোগাননির্ভর, যেমন- 'সেভ দ্যা চিলড্রেন', 'ইয়ুথ এগেইনষ্ট হাঙ্গার'
অপৎড়হুস, যেমন- ইজঅঈ (ইধহমষধফবংয জঁৎধষ অফাধহপবসবহঃ ঈড়সসরঃঃবব)

ফ্যাসিলিটেটর বা সহায়কের জন্যে টিপস

সভা পরিচালনায় বা কোন আলোচনা আনুষ্ঠানে একজন সহায়ক সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সভা পরিচালনা করবেন।

সহায়কের জন্যে টিপস

১। সহায়কের আত্মবিশ্বাসী হওয়া বাঞ্চনীয়। তার মধ্যে এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, মানুষ তার কথা, মতামত শুনতে চায়। তার চিন্তা-দর্শন সম্বন্ধে জানতে চায়।

২। বক্তব্য বা আলোচনাকে ভালোভাবে সাজানো। আলোচনার শুরু, শেষ এবং মূল আলোচনা কি হবে তা ঠিক করা; পূর্বপ্রস্তুতি ও রিহার্সেল করা।

৩। সহায়ক নিজেকে বেশী জানার লোক মনে করে অন্যকে শিখানোর মনোবৃত্তি পরিহার করবেন। অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতি সম্মান দেখাবেন; তাদেরকে মতামত দিতে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে সুযোগ দিবেন।

৪। সহায়ক অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের সকলের দিকে চোখ রেখে, সকলকে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে কথা বলবেন।

৫। সহায়কের বক্তব্য যেন হয় তার হৃদয় থেকে উৎসারিত; তিনি নিজে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে কথা বলবেন।

৬। সহায়ক গম্ভীর না হয়ে থেকে স্বচ্ছন্দ ও হাসি-খুশী থাকবেন; সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে গল্প ও প্রাসঙ্গিক উদাহরণ টেনে সভাকে প্রাণবন্ত করে রাখবেন।

৭। বক্তব্য যেন ঝুলে না যায়; তা সংক্ষিপ্ত ও সহজ হওয়া উচিৎ।

৮। কথার মধ্যে উপযুক্ত সময়ে থামা; শ্রোতাদেরকে বক্তব্যের মর্মার্থ বুঝতে সময় দেয়া বাঞ্ছনীয়।

৯। সহায়ক বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে পয়েন্ট আকারে ও উদাহরণ দেয়ার মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।

১০। সহায়ক সুস্পষ্ট ও জোরালোভাবে কথা বলবেন যাতে তার প্রতিটি শব্দ শ্রোতারা শুনতে ও বুঝতে পারে।

কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন

পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে আমরা কী অর্জন করতে যাচ্ছি সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং সেটা কখন, কোথায়, কীভাবে সম্পন্ন করা হবে তা নির্ধারণ করা।

একটি তামাক বিরোধী ইভেন্টের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা (চধৎঃরপরঢ়ধঃড়ৎু চষধহহরহম) ঃ

পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষেধ। পরোক্ষ ধূমপানের মাধ্যমে অধূমপায়ীদেরও ধূমপায়ীদের মত স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। তাই তামাক বিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে একটি এলাকায় অবস্থিত পাবলিক প্লেসসমূহকে সম্পূর্ণ ধূমপানমুক্ত করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। সামাজিক মানচিত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ছবি আঁকা যেতে পারে।

একটি ধূমপানমূক্ত কলেজের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা চিত্র

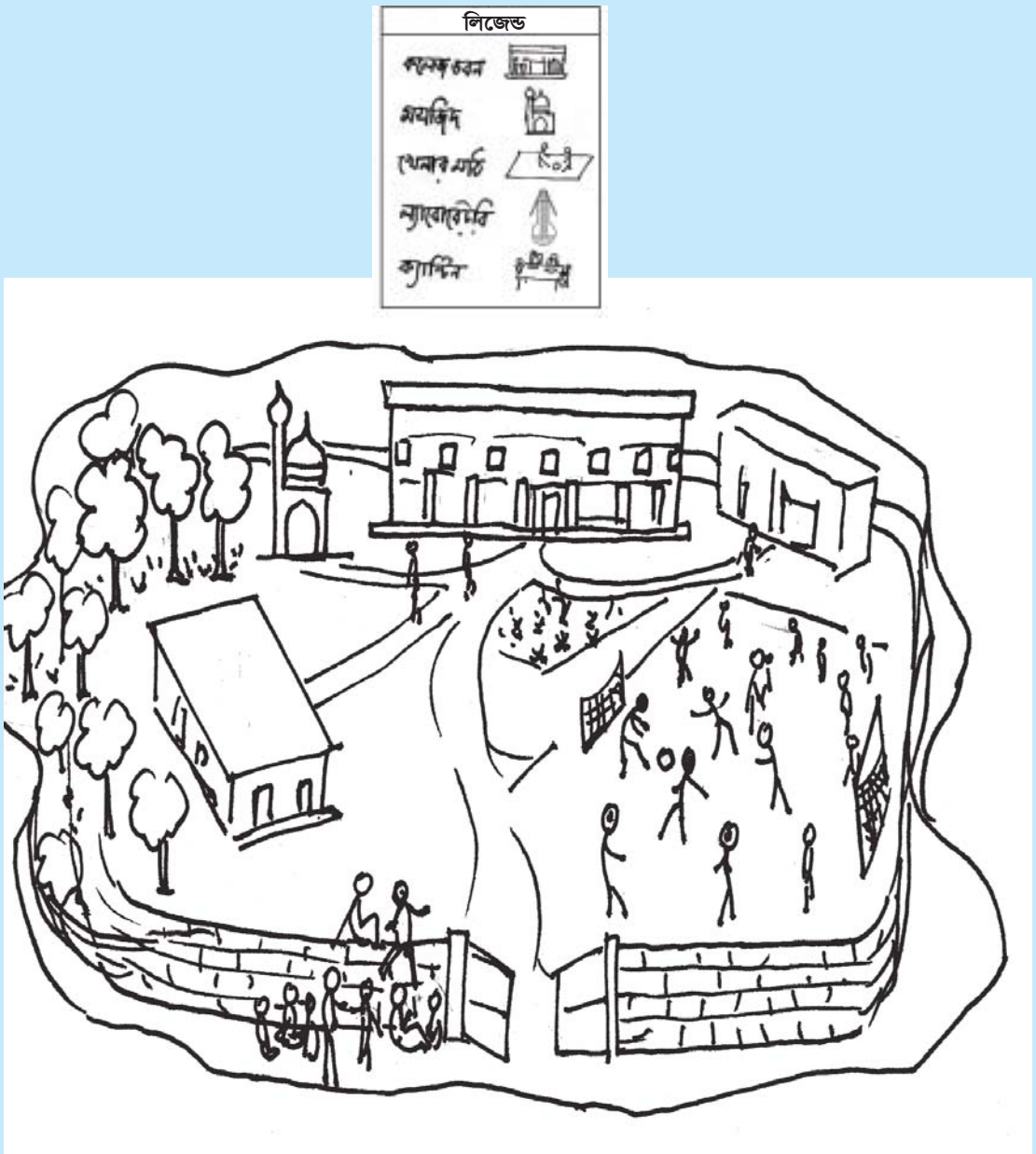

ইভেন্ট সংগঠিতকরণ টিপস

১। যে বিষয় নিয়ে কাজ করা হবে তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকা। যে কাজটি করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তা সম্পন্ন করতে অনেক শ্রম, সময় ও মেধা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হবে; অতএব সে কাজটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দলের সকল সদস্যদের অবগত হওয়া উচিৎ।

২। ইভেন্টের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উৎসাহী, শ্রদ্ধাভাজন ও অপেক্ষাকৃত যোগ্য একজনকে নেতৃত্ব প্রদান করা যে সকলের সাথে ও সকল বিষয়ে কাজের সমন্বয় সাধন করবে।

৩। ইভেন্টের জন্য একটি বাজেট তৈরী করা । সকল পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় বাজেটে অন্তর্ভূক্ত থাকা।

৪। ইভেন্টের জন্য যত কম খরচ করা সম্ভব সে অনুযায়ী খরচ করার ব্যবস্থা নেয়া। অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন চাঁদা তোলা বা প্রয়োজন হলে ঋণ নেয়া।

৫। কাজটির জন্য যথেষ্ট সময় হাতে রাখা। একটা পরিকল্পনা তৈরী করা যাতে কাজটি কোথায়, কখন, কিভাবে এবং কার দ্বারা সম্পন্ন হবে তার বিস্তারিত উল্লেখ থাকে।

৬। ইভেন্টের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা, প্রত্যেককে তাদের দায়িত্ব ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া যাতে তারা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকতে পারে।

৭। প্রমোশনাল উপকরণ যেমন লিফলেট, পোষ্টার, স্টিকার, অডিও ভিজ্যুয়াল ইভেন্টের জন্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা।

৮। বাস্তবতা অনুযায়ী কতজনকে এ ইভেন্টে সম্পৃক্ত করা সম্ভব তা নির্ধারণ করা। সে অনুযায়ী জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা।

৯। সকল অংশগ্রহণকারীর ইভেন্টে অংশগ্রহণের রেকর্ড রাখা। তারা পরবর্তী কার্যক্রমে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। দলের সভার কার্যবিবরণীতে ইভেন্টের রিপোর্ট, তা সংক্ষিপ্তাকারে হলেও, লিপিবদ্ধ করা।

১০। ইভেন্টের শেষে ডিব্রিফিং সেশনের আয়োজন করা। এতে ইভেন্ট থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করার পাশাপাশি ইভেন্টে কোন সমস্যা হলে পরবর্তীতে তা যাতে আর না হয় তার জন্য করণীয় কি হতে পারে সে সম্বন্ধে এবং পরবর্তীতে আরও ভালোভাবে ইভেন্ট সম্পন্ন করার জন্য করণীয় নির্ধারণ করা।

ইভেন্টসংশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের প্রভাবিত করা

আমাদের চারপাশে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন যারা নানাভাবে তামাক বিরোধী ইভেন্টকে সহায়তা করতে পারেন। যেমন-

। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি । পৌরসভার মেয়র । কাউন্সিলর । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান । ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য । সংসদ সদস্য । উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান । মন্ত্রী । সরকারি কর্মকর্তা । কোম্পানির এমডি । কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা । স্কুলের প্রধান শিক্ষক । কলেজ অধ্যক্ষ । পুলিশ কর্মকর্তা । আইনজীবী । সাংবাদিক । এনজিও কর্মী । মানবাধিকার কর্মী । চ্যারিটি সংগঠনের সদস্য

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার টিপস

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার টিপস

১। ইভেন্টকে সহায়তা করতে পারেন এমন ব্যক্তিবর্গের সুনির্দিষ্ট তালিকা তৈরী করা।

২। তাদের নাম (শুদ্ধ বানান), পদবি, যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন, ই-মেইল সংগ্রহ করা।

৩। সম্ভব হলে তাদের নিয়ে একটা পরিচিতি সভার আয়োজন করা।

৪। তাদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরী করা।

৫। তাদের কাছে ইভেন্ট ও এর আয়োজনকারীদের সম্বন্ধে তথ্য তুলে ধরা।

৬। ইভেন্টে তাদের অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতার যৌক্তিকতা তুলে ধরা। বিশেষ করে এর দ্বারা তারা কিভাবে উপকৃত হতে পারে তা তুলে ধরা। তারা যাতে কাজটিকে নিজের মনে করতে পারেন।

৭। তাদের কাছে আয়োজকরা নিজেদেরকে আত্মবিশ্বাসী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হিসাবে উপস্থাপন করবেন।

৮। আসলে আমাদের আশেপাশের অনেকে সহযোগিতা করতে চায়, শুধু প্রয়োজন তাদের সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ।

৯। আয়োজকরা তাদের কাছে কি চাচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন; চাওয়া- যেন গুলিয়ে না যায়।

ইভেন্ট বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহের উপায়

যে কোন কাজে বা ইভেন্টে ফান্ডের প্রয়োজন হয়। যা দিয়ে কার্য সম্পাদনের জন্যে দরকারি দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মিটাতে হয়। শুধু অর্থ দিয়ে নয়, মানুষ নানাভাবে একটা ইভেন্টে সহযোগিতা করতে পারে; যেমন্ন একজন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সময় দিয়ে, তার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে পরামর্শ দিয়ে, দরকারি দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে, কাজের জন্যে কোন স্থান দিয়ে, কোন ইকুইপমেন্টস যেমন ফটোকপি বা ফ্যাক্স ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে, তাদের পরিচিতি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে, প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে সাহায্য করে।

একটি ইভেন্ট সম্পন্ন করতে যা যা করণীয় তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সে কাজ করার জন্য খাতওয়ারী যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা। এর মধ্যে যেটা করতে নগদ অর্থের প্রয়োজন হবে এবং যেটা কারো সহযোগিতায় করা যাবে তা ঠিক করা। এজন্যে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহী করা যাতে তারা তার পক্ষে যেভাবে সহজতর সেভাবে ইভেন্টকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসে।

অর্থ বা সাপোর্টের জন্যে টিপস

১। কাউকে যদি কোন কিছুর জন্যে বলা না হয় তাহলে সে কখনোই জানবে না যে কেউ তার কাছে কিছু চাইতে পারে এবং তারও কিছু দেয়ার আছে।

২। একটা লিফলেট বা লিখিত ডকুমেন্টস তৈরী করা যেখানে ইভেন্টের উপর প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে।

৩। কেন তাদের সাপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং কিভাবে এ সাপোর্ট ইভেন্টকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে ভূমিকা রাখবে সে সম্বন্ধে বলা।

৪। সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা।

৫। যার কাছে অর্থ চাওয়া হবে তাকে তা দিয়ে কি করা হবে তা বলা আর যদি কোন দ্রব্য বা ইকুইপমেন্টসের সাপোর্ট কারো কাছে চাওয়া হয় তাহলে তাকে তা কি জন্যে এবং কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা বলা।

৬। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে এপয়ন্টমেন্ট করে দেখা করা।

৭। কেউ যদি আশানুরূপ সাড়া না দেয় তাহলে হতাশ না হয়ে পরিকল্পনামাফিক অন্যদের কাছে যাওয়া; হয়তো পরের জন প্রত্যাশার চেয়েও বেশী সহযোগিতা করবে।

৮। স্বচ্ছাসেবকদের সমস্ত সহযোগিতার রেকর্ড রাখা অত্যাবশ্যক। এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা বাঞ্ছনীয়।

৯। যদি কারো কাছে কোন প্রয়োজনে পুনরায় যেতে হয় তাহলে দ্বিধা না করে তাদের কাছে যাওয়া এবং সে দরকারের কথা বলা।

১০। আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

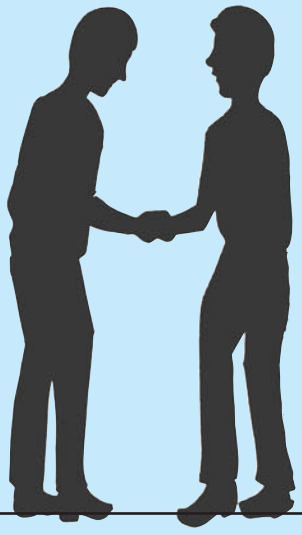

প্রচারণা ও প্রেস রিলিজ

তাং-৩১ মে ২০০৯

বরাবর,
বার্তা সম্পাদক
দৈনিক অতিক্রম
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়: প্রেস রিলিজ ছাপানোর জন্য আবেদন।

জনাব,
নিম্নোক্ত প্রেস রিলিজটি আপনার পত্রিকায় ছাপানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

প্রেস রিলিজ

অদ্য ৩১ মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষ্যে মহানগর কলেজের 'বন্ধু মোরা ক'জনা' ও 'কলেজ ছাত্র সংসদ' যৌথভাবে "তামাক বা নিকোটিন নয়, আসুন প্রাণ ভরে মুক্ত বাতাস নিই" শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। সভায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-অভিভাবক ও তামাকবিরোধী সংগঠন হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড এর কর্মকর্তারা যোগ দেন।

কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মহানগর কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ইউনুস আলী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক এইচ-আর-রাব্বানী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে তামাকের ভয়াবহতা থেকে জাতিকে বিশেষ করে যুব সমাজকে মুক্ত করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভা শেষে একটি মনোজ্ঞ র‍্যালি কলেজ ক্যাম্পাস ও পার্শ্ববর্তী রাজপথ পরিদর্শন করে আবার কলেজ ক্যাম্পাসে এসে শেষ হয়।

ধন্যবাদসহ,

আবু তোফায়েল মোঃ রাসেল
সভাপতি
বন্ধু মোরা ক'জনা

ইভেন্ট বাস্তবায়নের জন্য দলীয় সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও তা সংরক্ষণ করা জরুরি। একটি সভার কার্যবিবরণীর নমুনা নিম্নে দেয়া হলো-

বন্ধু মোরা ক'জনা

২য় সভা

সভার স্থান ঃ মহানগর কলেজ ক্যান্টিন তারিখ ঃ ১৪ এপ্রিল

সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ঃ ৬৭ সময় ঃ দুপুর ২:৩০

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের নাম ও স্বাক্ষর

১। আবু ইউসুফ ২। রহমতে আলম রঞ্জু

৩। ইলিয়স কাঞ্চন ৪। মনোয়ার মেহেদী

৫। ফেরদৌসী কাকলী ৬। ইকতেজা জামি

সভায় সভাপতিত্ব করেন ঃ আবু তোফায়েল মোঃ রাসেল

সভার আলোচ্য বিষয় ঃ

১) বিগত সভায় কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা ও অনুমোদন।

২) সংগঠনের নাম ও গঠনতন্ত্র প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা।

৩) বিবিধ।

আলোচনা ঃ

কলেজ ক্যাম্পাস তামাকমুক্ত করার জন্য সভায় অলোচনা করা হয়। সকলের সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্বান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১) বন্ধু মোরা ক'জনা নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করল। ২) সংগঠনের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য রহমতে আলম রঞ্জু ও ইলিয়স কাঞ্চন সমন্বয়ে দুই সদস্যবিশিস্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কমিটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন করে কার্যকরী কমিটির কাছে জমা দিবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর

আবু তোফায়েল মোঃ রাসেল

সভার সভাপতি

তারিখঃ ১৪/০৪/০৯

তামাক বিরোধী কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও এর স্থায়িত্ব রক্ষা

একটি কাজের জন্যে গঠিত একটি দলের গঠনতন্ত্র ও বিধি থাকা আবশ্যক। সে বিধি অনুযায়ী দল পরিচালিত হলে, দলের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, পরস্পরের সাথে ভালো বোঝাপড়া থাকলে, সর্বোপরি জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে একটি কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। পাশাপাশি এর সাথে গড়ে ওঠা দল বা সংগঠনটি স্থায়ী হয়।

কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও এর স্থায়িত্ব রক্ষার টিপস

কমিউনিটিভিত্তিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্ব রক্ষার টিপস

- কাজের সাথে যুক্ত সকলের কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন করা।
- নির্দিষ্ট সময় অন্তর নিয়ম অনুযায়ী সদস্যদের কাছে নেতৃস্থানীয়দের কাজের রিপোর্ট ও খরচের হিসাব প্রদান করা।
- দল বা সংগঠনের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করা; নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিধি অনুযায়ী নেতৃত্ব ও কাজের অনুমোদন গ্রহণ করা; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- দল বা সংগঠনের সকল সদস্যের মধ্যে বোঝাপড়া ও একাত্মবোধ থাকা।
- সকল সদস্যের বিধি অনুযায়ী স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করা; দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
- সদস্যদের শৃঙ্খলাবিরোধী ও অনৈতিক কাজের জন্যে বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৫, ২০০৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

তরিখ ১লা, চৈত্র, ১৪১১/১৫ মার্চ, ২০০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা চৈত্র, ১৪১১ মোতাবেক ১৫ই মার্চ, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে।

২০০৫ সনের ১১ নং আইন

ধূমপান ও তামকাজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়বি ক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ;

যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার জন্য ঋৎধসবড়িৎশ ঈড়হাবহঃরড়হ ড়হ ঞড়নধপপড় ঈড়হঃৎড়ষ (ঋঈঞঈ) নামীয় কনভেনশনে বাংলাদেশ ১৬ জুন, ২০০৩ ইং তারিখে স্বাক্ষর এবং ১০ মে, ২০০৪ ইং তারিখে অনুস্বাক্ষর করিয়াছে ; এবং

যেহেতু উক্ত কনভেনশনের বিধানাবলী বাংলাদেশে কার্যকর করার লক্ষ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়বি ক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

যেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ;

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।– (১) এই আইন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা তাঁহার সমমানের বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন বা সকল কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(খ) "তামাক" অর্থ কোন নিকোটিমা টোবাকাম বা নিকোটিমা বাসটিকার উদ্ভিদ বা এতদসম্পর্কিত অন্য কোন উদ্ভিদ বা উহাদের কোন পাতা বা ফসল;

(গ) "তামাকজাত দ্রব্য" অর্থ তামাক হইতে তৈরী যে কোন দ্রব্য, যাহা ধূমপানের মাধ্যমে শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া যায়, এবং বিড়ি, সিগারেট, চরুট, সিগার এব পাইপে ব্যবহার্য মিশ্রণ (মিক্সার) ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(ঘ) "ধূমপান" অর্থ কোন তামাকজাত দ্রব্যের ধোঁয়া শ্বাসের সহিত টানিয়া নেওয়া বা বাহির করা, এবং

কোন প্রজ্বলিত তামাকজাত দ্রব্য ধারণ করা বা নিয়ন্ত্রণ করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "ধূমপান এলাকা" অর্থ কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের জন্য নির্দিষ্টকৃত কোন এলাকা;

(চ) "পাবলিক প্লেস" অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত অফিস, গ্রন্থাগার, লিফট, হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন, আদালত ভবন, বিমানবন্দর ভবন, সমুদ্রবন্দর ভবন, নৌব ন্দর ভবন, রেলওয়ে স্টেশন ভবন, বাস টার্মিনাল ভবন, ফেরি, প্রেক্ষাগৃহ, আচ্ছাদিত প্রদর্শনী কেন্দ্র, থিয়েটার হল, বিপণী ভবন, পাবলিক টয়লেট, সরকারী বা বেসরকারীভাবে পরিচালনাধীন শিশু পার্ক এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য যে কোন বা সকল স্থান;

(ছ) পাবলিক পরিবহণ" অর্থ মোটর গাড়ী, বাস, রেলগাড়ী, ট্রাম, জাহাজ, লঞ্চ, যান্ত্রিক সকল প্রকার জল্ল যানবাহন, উড়োজাহাজ এবং সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত বা ঘোষিত অন্য যে কোন যান;

(জ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি; এবং

(ঝ) "ব্যক্তি" অর্থ কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থা বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩। অন্যান্য আইনের প্রয়োগ।– এই আইনের বিধানাবলী, উহাতে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, ঃযব জধরষধিুং অপঃ, ১৮৯০ (অপঃ ওঢ ড়ভ ১৮৯০), ঃযব ওঁাবহরষব ঝসড়শরহম অপঃ, ১৯১৯ (ইবহ. অপঃ ওও ড়ভ ১৯১৯), ঃযব উযধশধ গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরধহপব, ১৯৭৬ (ঙৎফ. ঘড়. ওওও ড়ভ ১৯৭৬), ঃযব ঈযরঃঃধমড়হম গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরধহপব, ১৯৭৮ (ঙৎফ. ঘড়. ঢখঠ ওওও ড়ভ ১৯৭৮), ঃযব কযঁষহধ গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরধহপব, ১৯৮৫ (ঙৎফ. ঘড়. খওও ড়ভ ১৯৮৫) এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন) সহ আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন এর অতিরিক্ত, এবং উহাদের হানিকর নয়, বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান নিষিদ্ধ।– (১) ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তি কোন পাবলিক প্লেস এবং পাবলিক পরিবহণে ধূমপান করিতে পারিবেন না।
(২) কোন ব্যক্তি উপ্লধারা (১) এর বিধান সংঘন করি লে তিনি অনধিক পঞ্চাশ টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৫। তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ।– (১) কোন ব্যক্তি–

(ক) কোন প্রেক্ষাগৃহে বা সরকারী ও বেসরকারী রেডিও এবং টেলিভিশন চ্যানেলে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার, আলোকচিত্র প্রদর্শন বা শ্রুতিগোচর করিবে না বা করাইবে না;

(খ) তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে এমন কোন ফিল্ম বা ভিডিও টেপ বা অনুরূপ অন্য কিছু বিক্রয় করিবে না বা করাইবে না;

(গ) বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন বই, ম্যাগাজিন, লিফলেট, হ্যান্ডবিল, বিলবোর্ড, খবরের কাগজ বা ছাপানো কাগজে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন মুদ্রণ বা প্রকাশ করিবে না বা করাইবে না; এবং

(ঘ) জনগণের নিকট এমন কোন লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহ করিবে না যাহাতে তামাকজাত দ্রব্যের ব্র্যান্ডের নাম, রং, লোগো, ট্রেডমার্ক, চিহ্ন, প্রতীক বা বিজ্ঞাপন রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা– এই ধারায় বিজ্ঞাপন অর্থ যে কোন প্রকার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, ই মেইল, ইন্টারনেট, টেলিকাস্ট, বা অন্যান্য মাধ্যমে লিখিত, ছাপানো বা কথিত শব্দের দ্বারা প্রচার।

(২) উপ্লধারা (১) এর দফা (ঘ) এর কোন কিছুই তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয় এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান বা প্রলুব্ধকরণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি উক্ত দ্রব্যের কোন নমুনা বিনামূল্যে জনগণকে প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন ব্যাক্ত তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কোন দান, পুরস্কার, বৃত্তি বা স্কলারশীপ প্রদান কিংবা গ্রহণ কিংবা কোন টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন চুক্তি বা সমঝোতা করিতে পারিবেন না।

(৫) কোন ব্যক্তি এই ধারার বিধান লংঘন করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক এব হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬। অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন নিষিদ্ধ।– (১) কোন ব্যক্তি জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা, পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়য়ের জন্য কোন অটোমিটিক ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন বা স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে বা রাখিতে বা রাখিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ্লধারা (১) এর বিধান লংঘন করি লে তিনি অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা– এই ধারায় অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন অর্থ এমন স্বয়ংক্রিয় মেশিন যাহাতে কোন মুদ্রা, ধাতু বা অন্য কোন দ্রব্য সন্নিবেশ করাইয়া স্বাভাবিকভাবে বা ক্রেতার সহযোগিতায় তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য পরিবেশন করা হয়।

৭। ধূমপান এলাকার ব্যবস্থা।– (১) কোন পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে এবং কোন পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উহাতে ধূমপানের জন্য স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণে ধূমপানের স্থানের সীমানা, বর্ণনা, সরঞ্জাম এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।– ধারা ৭ এর অধীন ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে প্রত্যেক পাবলিক প্লেসের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক উক্ত স্থানের এক বা একাধিক জায়গায় এবং পাবলিক পরিবহণের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক, নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপক সংশ্লিষ্ট যানবাহনে "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" সম্বলিত নোটিশ বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৯। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা।– (১) এই আইনের বিধান কার্যকর করার উদ্দেশ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে কোন পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহণে প্রবেশ করিয়া পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তিকে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহণ হইতে বহিস্কার করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইনের বিধান লংঘন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি কোন তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করেন বা বিক্রয় করার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত তামাকজাত দ্রব্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ্লধারা (৩) এর অধীন কোন কার্যক্রম গৃহীত হইলে তৎসম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

১০। প্যাকেটের গায়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবাণী ইত্যাদি।– (১) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে বড় অক্ষরে স্পষ্টত দৃশ্যমানভাবে ও বড়মাপে (মোট জায়গার অন্যূন ৩০% শতাংশ পরিমাণ) নিম্নবর্ণিত যে কোন সর্তর্কবাণী মুদ্রণ করিবে। যথা ঃ

(ক) ধূমপান মৃত্যু ঘটায়;
(খ) ধূমপানের কারণে স্ট্রোক হয়;
(গ) ধূমপান হৃদরোগের কারণ;

(ঘ) ধূমপান ফুসফুস ক্যান্সারের কারণ;
(ঙ) ধূমপানের কারণে শ্বাসের সমস্যা হয়; বা
(চ) ধূমপান স্বাস্থ্যের জ্য ক্ষতিকর।

(২) উপ্পধল্প(১) এর বিধান অনুসরণ করা হয় নাই এমন   কোন তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়ক কোন ব্যক্তি ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না।

(৩) কোন ব্যীক্ত উপ্পধারা (১) বা (২) এর বিধান লংঘন করি লে তিনি অনূর্ধ্ব তিনমাস বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

১১। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।– (১) তামাকজাত দ্রব্য আমদানির সময় সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক উক্ত আমদানিতব্য দ্রব্যে ব্যবহৃত প্রতিটি উপাদানের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(২) উপ্পধারা (১) এর অধীন প্ তিবেদন দাখিল না করিয়া কোন ব্যীক্ত তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে যে কোন সময় উক্তরূপ দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা যাইবে।

১২। তামাকজাত দ্রব্যের বিকল্প ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদান।– (১) তামাক চাষীকে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিরুৎসাহ এবং বিকল্প অর্থকারী ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকার সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করিবে, এইরূপ সুবিধা এই আইন কার্যকর হইবার পরবর্তী পাঁচ (৫) বৎসর পর্যন্ত অব্যাহত থাকিবে।

(২) তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার ক্রমাগত নিরুৎসাহিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ এবং তামাকজাত সামগ্রীর শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করিবে।

১৩। জনসেবক।– কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে এঃযব চবহবষ ঈড়ফব, ১৮৬০ (অপঃ ঢখঠ ড়ভ ১৮৬০) এর ংবপঃরড়হ ২১ এ যে অর্থে জনসেবক (চঁনষরপ ঝবৎাধহঃ) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (চঁনষরপ ঝবৎাধহঃ) বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৪। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ এবং জামিযোগ্য।– (১) এঃযব পড়ফব ড়ভ ঈৎরসরহধষ চৎড়পবফঁৎব, ১৮৯৮ (অপঃ ঠ ড়ভ ১৮৯৮) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সকল অপরাধ্ল

(ক) আমলযোগ্য (ঈড়মহরুধনষব) এবং জামিনযোগ্য (ইধরষধনষব) হইবে;
(খ) যে কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে।

(২) কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।

১৫। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।– এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর সমালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।– এই ধারায়্ল

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি বা সংগঠনকেও বুঝাইবে;
(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।– সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৭। মূল পাঠ এবং ইংরেজীতে পাঠ।– এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনূদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (অঁঃযবহঃরপ উহমষরংয ঞবীঃ) থাকিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

১৮। রহিতকরণ ও হেফাজত।– (১) এই আইন বলবৎ হইবার সংগে সংগে-

(ক) ঞযব ঊধংঃ ইবহমধষ চৎড়যরনরঃরড়হ ড়ভ ঝসড়শরহম রহ ঝযড়ি ঐড়ঁংব অপঃ, ১৯৫২ (উ.ই. অপঃ ঢওওও ড়ভ ১৯৫২); এবং

(খ) তামাকজাত সামগ্রী বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৪৫ নং আইন) রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত আইনসমূহের অধীন কোন মামলা বিচারাধীন থাকিলে বা অন্য কোন কার্যধারা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

ড. মো. ওমর ফারুক
খান
সচিব।

মোঃ নূর নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেঁজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ৩০, ২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিধিমালা

তারিখ,ম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩/ ২৯ মে ২০০৬

এস,আর, ও নং ৯৮আইন/২০০৬। – ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ১৬তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।– এই বিধিমালা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় "আইন" অর্থ ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১নং আইন)।

৩। দোকানদার বা ব্যবসায়ী কর্তৃক তামাকজাত দ্রব্য বিতরণ বা সরবরাহ সংক্রান্ত বিধান।– (১) আইনের ধারা ৫ এর উপ্লধারা (১) এর দফা (ঘ) এর উ দ্দেশ্য পূরণকল্পে, তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করে এমন কোন দোকানদার বা ব্যবসায়ী শুধুমাত্র তামাকজাত দ্রব্য ক্রেতার কাছে লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে উপ্লবিধি (২) এর শর্তসমূহ প্রতিপালন ব্যতীত অন্য যে কোন ধরণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারণা বা প্রদর্শন করিতে পারিবে না।

(২) উপ্লবিধি (১) এর উল্লিখিত লিফলেট, হ্যান্ডবিল বা দলিল বিতরণ বা সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ

(ক) উহার আকার অনধি ৫.৫ (সাড়ে পাঁচ) ইঞ্চি দ্ধ ৮.৫ (সাড়ে আট) ইঞ্চি হইতে হইবে; এবং

(খ) উহাতে আইনের ধারা ১০ এর উপ্লধারা (১) এ উ ল্লেখিত সতর্কবাণী স্পষ্টতঃ দৃশ্যমানভাবে বিধি ৭ এর অধীন নির্ধারিত মাপে ও সাদ্লাকা লোয় মুদ্রণ করিতে হইবে।

৪। ধূমপান এলাকা নির্দিষ্টকরণ, ইত্যাদি।– (১) নিম্নবর্ণিত পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা যাইবে না, যথা ঃ

(ক) শিশুদের প্লি স্কুল বা কেয়ার সেন্টার, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল বা হাই স্কুল ছাত্রদের ছাত্রাবাস;
(খ) শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এমন কক্ষ বা স্থান;
(গ) সকল মাতৃসদন, ক্লিনিক বা হাসপাতাল ভবন;
(ঘ) খেলাধুলা ও অনুশীলনের জন্য নির্ধারিত আচ্ছাদিত স্থান; এবং
(ঙ) এক কামরাবিশিষ্ট পাবলিক পরিবহন।

(২) পাবলিক পরিবহনে আরোহণের নিমিত্ত অপেক্ষামাণ যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত সারি বা স্থান পাবলিক প্লেস গণ্যে উক্ত সারি বা স্থানে ধূমপান করা যাইবে না।

(৩) পাবলিক প্লেস কোন ভবন হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত ভবনের একাধিক কক্ষের একটি কক্ষ ধূমপানের জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে, তবে কক্ষটি অবশ্যই ধূমপানমুক্ত এলাকা হইতে ছোট হইতে হইবে।

(৪) পাবলিক পরিবহন রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ, ফেরী হইবার ক্ষেত্রে, ধূমপানের জন্য আলাদা একটি স্থান বা কক্ষ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে, তবে

(ক) উক্ত স্থান বা কক্ষটি সংশ্লিষ্ট পাবলিক পরিবহনের সর্বশেষ বা পিছনে হইতে হইবে; এবং

(খ) উক্ত স্থান বা কক্ষটি কোনক্রমেই যাত্রী ধারণের প্রধান কক্ষে নির্দিষ্ট করা যাইবে না।

(৫) কোন পাবলিক প্লেসে বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান বা কক্ষ চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়ে যাহাতে কোন অধূমপায়ীর যাতায়াত করিতে না হয় সেইজন্য উক্ত পাবলিক প্লেস বা পরিবহনের মালিক, তত্ত্বাবধায়ক বা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বা ব্যবস্থাপককে উহা নিশ্চিত করাসহ উক্ত স্থান বা কক্ষ হইতে ধূমপায়ীর ধোঁয়া যাহাতে ধূমপানমুক্ত কোন কক্ষ বা স্থানে যাইতে না পারে উহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

৫। ধূমপান এলাকার বর্ণনা।– আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ধূমপানের এলাকা অবশ্যই ধূমপানমুক্ত এলাকা হইতে পৃথক বা, প্রয়োজনবোধে, আচ্ছাদিত হইতে হইবে;

(খ) ধূমপানের স্থানের ধোঁয়া নির্গমনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে নিশ্চিত করিতে হইবে যে, উক্ত ধোঁয়া ধূমপানমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করিতে না পারে;

(গ) ধূমপানের স্থানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থাসহ বিড়ি বা সিগারেটের উচ্ছিষ্ট অংশ নিক্ষেপ বা ফেলার জন্য বালি ও পানিসহ যথাযথ পাত্রের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন।– আইনের ধারা ৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি পাবলিক প্লেস বা পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের জন্য কোন স্থান চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট করা হইলে উক্ত স্থানে নিম্নবর্ণিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ

(ক) ধূমপান এলাকা হিসাবে চিহ্নিত বা নির্দিষ্ট স্থানের বাহিরে ধূমপানমুক্ত এলাকায় "ধূমপান হইতে বিরত থাকুন, ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ" মর্মে সতর্কতামূলক নোটিশ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ধূমপানমুক্ত সাইনসহ, দৃষ্টিযোগ্য স্থানে বাংলা এবং প্রয়োজনবোধে, ইংরেজীতে প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

(খ) পাবলিক প্লেসে সতর্কতামূলক নোটিশ বোর্ডের ন্যূনতম সাইজ হইবে ৬০ সেঃমিঃ দ্ধ ৩০ সেঃমিঃ;

(গ) পাবলিক প্লেসের প্রবেশ পথের এক পার্শ্বে উক্ত সতর্কবাণী লটকাইয়া বা সাঁটিয়া স্থাপন করিতে হইবে এবং উহার অভ্যন্তরে একাধিক স্থানে এমনভাবে সতর্কতামূলক নোটিশ প্রদর্শন করিতে হইবে যাহাতে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়;

(ঘ) পাবলিক পরিবহনের একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে দফা (ক) এ উল্লিখিত সতর্কতামূলক নোটিশ, ধূমপানমুক্ত সাইন স্থাপনসহ, প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(ঙ) সতর্কতামূলক নোটিশের সাদা জমিনে লাল অক্ষরে অথবা কালো জমিনে হলুদ অক্ষরে ধূমপানমুক্ত সাইনসহ লিখিতে হইবে।

৭। তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক, প্যাকেটে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী, মুদ্রণ, ইত্যাদি।– (১) বাংলাদেশে উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকজাত দ্রব্যের প্রতিটি প্যাকেট বা মোড়কে আইনের ধারা ১০ এর উপধারা (১) এ বর্ণিত প্রতিটি সতর্কবাণী উক্ত ধারার বিধান অনুসরণক্রমে মুদ্রণ করিতে হইবে।

(২) উক্ত ধারায় বর্ণিত সতর্কবাণীসমূহের যে কোন একটি সতর্কবাণী প্যাকেট বা মোড়কের মূল প্রদর্শনী তলের উপরের উভয় পার্শ্বে স্পষ্ট বাংলা অক্ষর মুদ্রণ করিতে হইবে এবং উহার আকার প্যাকেট বা মোড়কের মোট জায়গার অন্যূন ৩০% পরিমাণের হইতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উৎপাদিত প্রতিটি ব্র্যান্ডের তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে আইনে উল্লেখিত সতর্কবাণীসমূহ ক্রমানুসারে ছয়মাস অন্তর অন্তর পরিবর্তন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।– এই বিধির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে "মূল প্রদর্শনী তল" বলিতে প্যাকেট বা মোড়কের সর্ববৃহৎ আকারের ২টি তলকে বুঝাইবে।

(৩) উপ্লবিধি (২) এর শর্তাংশে উল্লিখিতমতে সতর্কবাণী পরিবর্তনের সময় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(৪) তামাকজাত দ্রব্যের প্যাকেট বা মোড়কে সতর্কবাণী "সুতনি এমজি" ফন্টের আকার অন্যূন ১৮ পয়েন্ট এবং তামাকজাত সামগ্রীর কার্টুনের গায়ে সতর্কবাণী আকার অন্যূন ৩৬ পয়েন্ট হইতে হইবে।

(৫) সতর্কবাণী তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটের মূল প্রদর্শনী তল দুইটির উপরিভাগে, বা যদি স্ট্যান্ড বা ব্যান্ডরোল মূল প্রদর্শনী তলের উপরিভাগে সংযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে উহার নিম্নভাগে, কালো জমিনের উপর সাদা অক্ষরে বা সাদা জমিনের উপর কালো অক্ষরে মুদ্রণ করিতে হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তামাকজাত দ্রব্যের মুদ্রিত প্যাকেট বা কার্টুনের উপর এমন কোন চিহ্ন, শব্দ, রং বা ছবি ব্যবহার করিতে পারিবে না, যাহা আইনে বিধৃত সতর্কবাণীর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা বক্তব্যের পরিপন্থী হয়।

(৭) তামাকজাত দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটের গায়ে প্রদত্ত সতর্কবাণী এমনভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে যাহাতে স্টান্ড বা ব্যান্ডরোল সংযুক্তির বা অন্য কোন কারণে ঢাকিয়া না যায় উহা তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে।

৮। তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উপাদান সম্পর্কিত তথ্য প্রদান।– তামাকজাত দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে, উক্ত দ্রব্য আমদানির সময় উহার উপাদান সম্পর্কিত তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

৯। তামাকজাত দ্রব্য ধ্বংস বা বাজেয়াপ্তকরণ।– (১) কোন ব্যক্তি আইন এবং এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করিয়া তামাকজাত দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিলে বা যথাযথ তথ্য দাখিল না করিয়া কোন তামাকজাত দ্রব্য আমদানি করিলে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন এবং এই বিধিমালার বিধান অনুযায়ী উক্ত তামাকজাত দ্রব্য হস্তান্তর, ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ্লবিধি (১) এর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কোন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা চাহিলে সংশ্লিষ্ট বাহিনী উক্ত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

১০। কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।– আইনের ধারা ২ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত "কর্তৃত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অভিব্যক্তির সংজ্ঞার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জধরষধিং অপঃ, ১৮৯০ (অপঃ ওঢ ড়ভ ১৮৯০) ঔাঁবহরষব ঝসড়শরহম অপঃ, ১৯১৯ (ইবহ. অপঃ ওও ড়ভ ১৯১৯) উযধশধ গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরহধহপব, ১৯৭৬ (ঙৎফ. ঘড় ওওও ড়ভ ১৯৭৬), ঃযব ঈযরঃঃধমড়হম গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরহধহপব, ১৯৭৮ (ঙৎফ. ঘড়. ঢখঠ ওওও ড়ভ ১৯৭৮), কযঁষহধ গবঃৎড়ঢ়ড়ষরঃধহ চড়ষরপব ঙৎফরহধহপব, ১৯৮৫ (ঙৎফ. ঘড়. খ ওও ড়ভ ১৯৮৫ এবং রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনে ২৩ নং আইন) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাগণও অন্তর্ভূক্ত হইবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আবু বক্কার সিকদার
উপ্লসচিব।

মোঃ নূর নবী (উপ্লসচিব), উপ্লনিয় ব্লক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ্লনিয় ব্লক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেঁজগাও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ শাখা

স্মারক নং- স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/প্রো-১/২০০৭ (অংশ) / ২৪৬ (৩০) তারিখ: ৩০ / মে ২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

ক) জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সমূহ ঃ

১. সচিব/অতিরিক্ত সচিব		সভাপতি
২. তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রধান	যুগ্ম-সচিব (জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য)	সদস্য
৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক		সদস্য
৪. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	(উপ-সচিব পদমর্যাদার)	সদস্য
৫. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
৬. পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
৭. তথ্য মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
৯. কৃষি মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১০. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১১. অর্থ মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১২. যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১৪. বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১৫. শিল্প মন্ত্রণায়	,,	সদস্য
১৬. ধর্ম মন্ত্রণালয়	,,	সদস্য
১৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	প্রতিনিধি	সদস্য
১৮. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	প্রতিনিধি	সদস্য
১৯. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা	,,	সদস্য
২০. বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন	,,	সদস্য
২১. বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল	,,	সদস্য
২২. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	সভাপতি/সেক্রেটারী	সদস্য
২৩. জাতীয় প্রেস ক্লাব	সভাপতি/সেক্রেটারী	সদস্য
২৪. জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	প্রতিনিধি	সদস্য
২৫. জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল	,,	সদস্য
২৬. বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট	,,	সদস্য
২৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ সংগঠন	,,	সদস্য
২৮. উপ-সচিব (বিশ্ব স্বাস্থ্য)	,,	সদস্য সচিব

খ) জাতীয় টাস্কফোর্সের কার্যক্রম ঃ

১. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ আইনের অধীন অন্যান্য বিধানের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক কার্যাবলী সম্পাদন;
২. তামাক ও তামাকজতা দ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতি হ্রাসের প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৩. তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়, বিক্রয় ও চোরাচালান রোধে এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং উহা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৪. তামাকজাত সামগ্রীর কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এ উদ্দেশ্যে জনসাধারণকে অবহিত করণের লক্ষ্যে আইন, বিধি ও অন্যান্য তথ্য সম্বলিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা ইত্যাদির প্রকাশসহ সেমিনার সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালা আয়োজন;
৫. তামাকজাত দ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোন ধরনের গবেষণা বা জরিপ কার্য পরিচালনা;
৬. আমদানিকৃত তামাকজাত দ্রব্রের ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
৭. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে বেসরকারী ও সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;
৮. তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল কর্তৃক উপস্থাপিত সারা দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বিশ্লেষণ এবং পরবর্তী কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
৯. বিকল্প পণ্য উৎপাদনে তামাক চাষীদের সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
১০. তামাক চাষের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;
১১. তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক যোগান দেওয়ার কার্যকরী উপায় বের করা;
১২. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করি তে পারবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য২ শাখা

স্মারক নং: স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য২/ প্লো১/২০০৭ (অংশ) / ২৪৭ (৭০) তারিখ: ৩০ / মে ২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

ক) জেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য সমূহ ঃ

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. জেলা পুলিশ সুপারের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
৩. জেলা শিক্ষা অফিসার (মাধ্যমিক)	সদস্য
৪. জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
৫. জেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৬. জেলা যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৭. মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
৮. বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৯. বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০. স্থানীয় বার এসোসিয়েশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
১১. প্রেস ক্লাবের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
১২. তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
১৩. সিভিল সার্জন	সদস্য সচিব

খ) জেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
২. স্থানীয় পর্যায়ের প্রচারণা মাধ্যমগুলোকে ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনের লক্ষ্যে আইন সম্পর্কে সচেতন এবং জনসাধারণকে সহযোগিতা করা;
৪. প্রতি ৩ মাসে উপরোক্ত বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে প্রতিবেদন প্রেরণ;
৫. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করি তে পারবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-২ শাখা

স্মারক নং- স্বাপকম/বিশ্বস্বাস্থ্য-২/প্রো-১/২০০৭ (অংশ) / ২৪৮ (৫০০) তারিখ: ৩০ / মে ২০০৭ খ্রিঃ

প্রজ্ঞাপন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হ'ল ঃ

ক) উপ-জেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য সমূহ ঃ

১. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সভাপতি
২. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পুলিশ ষ্টেশন)	সদস্য
৩. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৪. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৫. উপজেলা যুব কর্মকর্তা	সদস্য
৬. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
৭. উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৮. বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৯. বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি	সদস্য
১০. তামাক নিয়ন্ত্রনে কার্যরত সংগঠনের প্রতিনিধি	সদস্য
১১. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য

খ) উপজেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম ঃ

১. স্থানীয় পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ;
২. স্থানীয় পর্যায়ের প্রচারণা মাধ্যমগুলোকে ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করতে নিয়মিত পদক্ষেপ গ্রহণ;
৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পালনের লক্ষ্যে আইন সম্পর্কে সচেতন এবং জনসাধারণকে সহযোগিতা করা;
৪. প্রতি ৩ মাসে উপরোক্ত বিষয়ের অগ্রগতি সম্পর্কে তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে প্রতিবেদন প্রেরণ;
৫. এই কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারবে।

Healthy S ettings ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে Healthy Settings ভিত্তিক পদক্ষেপ

Healthy Settings এর লক্ষ্য হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতের সাথে মানুষের জীবনযাপনের অন্যান্য ক্ষেত্রের একটি অধিকতর কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করে স্বাস্থ্য ও এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাদির মূলে গিয়ে তা সমাধানের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা। এতে মানুষকে সামগ্রিক পরিবেশের (ইকোসিস্টেমের) একটি অখন্ড উপাদান হিসেবে দেখা হয়। স্বাস্থ্য সামগ্রিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিষয়। একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন দুটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল: এক–সেই সমস্ত উপাদান এবং ঝুঁকি যা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন, যেমন স্বাস্থ্যগত আচরণ। দুই–যেগুলো বাইরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেমন সামাজিক, শারীরিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ। শেষোক্ত উপাদানগুলোকে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর ধারণায় আলোচনা করা হয়।

Healthy Settings এর আন্দোলন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ১৯৮০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' কৌশল থেকে উদ্ভূত। এই সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ১৯৮৬ সালে গৃহীত অটোয়া সনদে আরও স্পষ্ট করে লিপিবদ্ধ করা হয়। স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়নকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার কৌশল গ্রহণ করে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর কর্মসূচিতে সার্বিক এবং বহুমাতৃক কৌশল অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে যা অর্জনের জন্যে এই সমস্ত দলিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

অটোয়া সনদের ভিত্তিতে ১৯৯২ সালে সান্ডসভেল স্টেটমেন্ট গড়ে উঠে, ১৯৯৭ সালে জাকার্তা ঘোষণায় সকল মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য বিশদ কৌশল এবং কাঠাম বাস্তবায়নের জন্য ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে এই ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর ধারণা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিওরো (ঝউঅজঙ) অঞ্চলে স্বাস্থ্যকর শহর প্রকল্প (ঐবধষঃযু ঈরঃু চৎড়লবপঃ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সমস্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশেও ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে তা সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হল।

- টাস্ক ফোর্স গঠন ঃ এটি কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সরকারের সদস্য, প্রভাবশালী এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, এনজিও, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে।
- সচেতনতা বৃদ্ধি এবং গণ সমর্থন আদায় ঃ সকলের সহযোগিতায় টাস্ক ফোর্স ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর একটি স্পষ্ট রূপরেখা তৈরী করে। সেই ধারণা মানুষের মাঝে বিস্তৃত করা হয়, ফলে এর পক্ষে জন সমর্থন গড়ে উঠে এবং জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়।
- অগ্রাধিকার নির্ণয় ঃ এখানে জনগণের সহায়তার টাস্ক ফোর্স যে সমস্ত বিষয় ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর রূপরেখা তৈরীতে যুক্ত হবে তা নির্ধারণ করে। স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকেও অগ্রাধিকার বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে এবং তাদের মাঝে যোগসূত্র ও সমন্বয় সাধন করতে পরিকল্পনায় যুক্ত হতে পারে।
- সরকারের সমর্থন ঃ যদি শুরুতেই অনুমোদন নেয়া না হয়ে থাকে, এই পর্যায়ে কর্মসূচির জন্য সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। সরকার, সুশীল সমাজ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মাঝে কাজের একটি ছন্দময় পরিবেশ গড়ে উঠে।
- যৌথ টাস্ক ফোর্স, সমন্বয়কারী ও কার্যালয় স্থাপন ঃ স্থানীয় টাস্ক ফোর্সের কতিপয় সদস্যও যৌথ টাস্ক ফোর্সের সদস্য হতে পারে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রোগ্রাম অফিস এবং সমন্বয়কারী নিয়োগ করতে হতে পারে। অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করতে হতে পারে।

- ❖ প্রোগ্রাম পরিকল্পনার প্রস্তুতি এবং এই বিষয়ে সচেতনতা তৈরী ঃ শুরুতেই প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। সমভাবে, কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে গতিশীল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যা প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তনযোগ্য এবং এটি কোন অবস্থাতেই অনুশীলনের বহির্ভূত নয়। যেহেতু পরিকল্পনা হচ্ছে আলোচনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রচেষ্টা এবং যৌথ উদ্যোগে বিকল্প পরিবেশ এবং জীবন যাপন প্রণালীতে অভ্যস্ত হওয়া, সেহেতু এতে উচ্চ পর্যায়ে কর্মসূচি এবং সচেতনতা তৈরীর প্রয়োজন হয়। পরিকল্পনা গ্রহণ এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণের পর, বিভিন্ন স্টেইকহোল্ডার যেমন জনগোষ্ঠী, সরকার এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতগুলোকে সক্রিয় করে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।
- ❖ পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন ঃ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর কিছুদিন এর পর্যালোচনা করাটা জরুরি এর উন্নতি এবং ফলাফল বোঝার জন্য। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি গতিশীল প্রক্রিয়ারই একটি অংশ।

Healthy Settings গঠনে গৃহীত পদক্ষেপের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য

- ❖ এগুলো প্রতিষেধকমূলক না হয়ে প্রতিরোধমূলক এবং সক্রিয়মূলক হয়ে থাকে।
- ❖ এগুলো বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রের মাঝে মিথস্ক্রিয়া ঘটায় এবং জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার উপর জোর দেয়।
- ❖ বাসস্থান, যোগাযোগ, পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিক্ষা এবং সকল ধরনের কার্যক্রম মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে বলে এতে স্বীকার করে নেয়া হয়।
- ❖ এগুলো প্রয়োজনভিত্তিক এবং উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় কাজ করে।

Healthy Settings এবং পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ ভৌত কাঠামোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

- ❖ নিজেদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয় জড়িত এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- ❖ সকলেই পেতে পারে এমন স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করে।
- ❖ দরিদ্রদের জন্য সমভাবে সহায়ক এবং শোষণহীন সমাজ নির্মাণ করে।
- ❖ উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করে।
- ❖ প্রতিষেধকমূলক ব্যয়সাপেক্ষ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবার প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে ।
- ❖ জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

Healthy Settings স্বাস্থ্য এবং জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়নের জন্যে কাজ করে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও গোষ্ঠীবদ্ধ অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্রতার গ্রাস থেকে মুক্তি এর লক্ষ্য। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খাতগুলো ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রকেও এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয় যাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণে স্বাস্থ্যের জন্য একটি 'সহায়ক পরিবেশ' গড়ে উঠে। এতে দুই ধরনের ফল হয়, প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ নিশ্চিত হয় এবং পরোক্ষ ফল হিসেবে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটে।

Healthy Settings এর অংশগ্রহণমূলক বৈশিষ্ট্য, আভ্যন্তরী ও বহিরাগত মূল্যায়ন এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করায় সকলের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ম্যান্ডেটে বর্ণিত বিভিন্ন

প্রক্রিয়াকে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং পদ্ধতি বিবেচনা ও পরীক্ষা করে দেখে। এভাবে, দিক নির্দেশনা এবং কর্মসূচি উন্নয়নে যথার্থ এবং সহজলভ্য তথ্য প্রদানের মাধ্যমে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং জনস্বাস্থ্য রক্ষা এবং স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে একটি শক্তিশালী উপকরণ হিসেবে কাজ করে। এটি বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও গতিশীল পদ্ধতি বলে বিবেচিত।

বধষঃযু ঝবঃঃরহমং বিভিন্নভাবে বিবিধ জায়গায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে শহর, গ্রাম, পৌরসভা এবং কমিউনিটি, স্কুল, কর্মক্ষেত্র, বাজার, আবাসস্থল, হাসপাতাল, কয়েদখানা, বিশ্ববিদ্যালয় ও বৃদ্ধাশ্রমে ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

Healthy Settings এর কয়েকটি নির্বাচিত উদ্যোগ

Healthy Settings একই সাথে বিভিন্ন রকমের ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ও টেকসই সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে এ কর্মসূচীকে অবশ্যই সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন জরুরি। নিম্নের তালিকায় চলমান বিভিন্ন ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং কার্যক্রমের একটি তালিকা প্রদান করা হলো।

এইচআইভি/এইডস

বিভিন্ন এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম ও সেবাসমূহকে জনস্বাস্থ্য প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত করে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতি সহায়তা করছে।

যোগাযোগ, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ

দ্যা ট্রান্সপোর্ট হেল্‌থ এন্ড এনভায়রেনমেন্ট প্যান ইউরোপিয়ান প্রোগ্রাম (দ্যা পেপ) টেকসই যোগাযোগ পদ্ধতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নীতিমালায় পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার জন্য কাজ করছে।

স্বাস্থ্য উন্নয়নে কোব সেন্টার

কোব সেন্টার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নগরায়নের সাথে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্যের সামাজিক নিয়ামক চিহ্নিত করতে কাজ করে।

ধূমপানমুক্ত উদ্যোগ

মূল্য-সাশ্রয়ী তামাক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে কাজ করতে পারে এবং তামাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব আছে, স্বাভাবিকভাবেই ঐবধষঃযু ঝবঃঃরহমং এর উদ্যোগের সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তথ্যসূত্র

১. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008 - The MPOWER Package, WHO Geneva 2008.

২. Zaman M, Nargis N, Perucic A, Rahman K (eds), Impact of tobacco related illnesses in Bangladesh. WHO Regional Office for South-East Asia, Delhi, 2007.

৩. আমাদের পরিবেশ আমরাই বাঁচাবো, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, জুন ২০০৪।

৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা, ৩য় সংস্করণ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, জুলাই ২০০৮।

৫. তামাক চাষ এবং দারিদ্রতায় বিকল্প ফসলের সম্ভাবনা ২য় সংস্করণ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, জুলাই ২০০৮।

৬. বাজেট সহজ পাঠ অর্থবছর ২০০৯২০১০, , সমুন্নয়, ঢাকা, জুলাই ২০০৯।

৭. আমিকের ১০ বছর, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ঢাকা, জুলাই ২০০০।

৮. ইউনিয়ন পরিষদ ও জনউদ্যোগের সংস্কৃতি, , আইইডি, ঢাকা, অক্টোবর ২০০৫।

৯. Building Blocks for Tobacco Control, A Handbook, WHO Geneva 2004.

১০. Andrews and McMeel, Kids Ending Hunger: What Can We Do? 1992.

১১. Community Mobilization & Institutional Strengthening Guidelines, SHAHAR Project, CARE Bangladesh, Dhaka 2003.

১২. Tobacco and Poverty: Observations from India and Bangladesh, PATH Canada, October 2002.

১৩. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ এপ্রিল ২০০৪।

১৪. তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন জনগণের প্রত্যাশা, , ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ঢাকা, জানুয়ারী ২০০৩।

১৫. দৈনিক প্রথম আলো, ঢাকা, জুলাই ২৯, সেপ্টম্বর ২, ২০০৯।

১৬. Tobacco Control Law and Rules and Related Government Orders, National Tobacco Control Cell, Ministry of Health & Family Welfare, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2008.

১৭. International Coastal Cleanup 2006 Report.

১৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ব্রিটানিক্কা ১৯৭৮।

১৯. অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, তামাক ও ধূমপান, অভিমত–প্রশ্ন ও উত্তর।

World Health Organization
Country Office for Bangladesh
website: http://www.whoban.org